NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ওয়াকফ নিয়ে এত অশান্তির নেপথ্যে কি সেই ধর্মাশ্রিত রাজনীতি?

চেনা অচেনায় মীর, গপ্পো মীর-এর ঠেক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ৮

কলকাতা ১৬ মে ২০২৫ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.5.2025, Vol.18, Issue No. 333 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সুপ্রিম কোর্টকে ১৪ প্রশ্ন রাষ্ট্রপতির

■ বেনজিরভাবে সংবিধানের ১৪৩ ধারা ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন খোদ রাষ্ট্রপতি। রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতিদের বিল পাশ করানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নিয়ে বিচারবিভাগের উদ্দেশে ১৪টি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। যার ফলে দেশে কার্যত সাংবিধানিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, এবার শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চকে রাষ্ট্রপতির ওই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে হবে।

গুলির লড়াইয়ে খতম ১০ জঙ্গি

■ মণিপুরে সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম ১০ জঙ্গি। বুধবার সে রাজ্যের চান্দেল জেলায় অভিযান চালায় অসম রাইফেলসের সদস্যেরা। মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায় অভিযানে নামতেই সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পালটা গুলি চালিয়ে ১০ জঙ্গিকে নিকেশ করেছে জওয়ানরা। উদ্ধার হয়েছে বিপুল অস্ত্রও।

লাল সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হবে দেশ: শাহ

■ গত ২৪ দিনে এখানে খতম করা হয়েছে ৩১ মাওবাদীকে। আর এই পরিস্থিতিতে এক্স হ্যান্ডলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই অভিযানকে বর্ণনা করলেন 'ঐতিহাসিক সাফল্য' বলে। অমিত শাহ লিখেছেন, 'ছত্তিশগড়-তেলঙ্গানা সীমানায় কারেগুট্টালু পর্বতে ৩১ জন মাওবাদীকে নিকেশ করে নকশালমুক্তি ভারত গড়ার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। এটা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপারেশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা মাওবাদকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চলেছি। আমি দেশবাসীকে কথা দিচ্ছি ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে দেশ মাওবাদী-মুক্ত হবেই।'

ট্রাম্পের পাল্টা এবার বিদেশমন্ত্রী

■ ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মন্তব্য করে ফের বিতর্ক উস্কে দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেছিলেন, ভারত এমন একটি প্রস্তাব দিয়েছে যেখানে তারা আমেরিকার পণ্যের উপর কোনও শুল্ক রাখতেই চায় না। এর পরদিনই পাল্টা মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন-সম্মানজনক এবং পারস্পরিক লাভজনক চুক্তি না হলে ভারতের অংশগ্রহণ নেই।

৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট

■ দেশজুড়ে চলমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের দিন বদলাল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। বৃহস্পতিবার যৌথ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, পূর্বঘোষিত ২০ মে-র পরিবর্তে ধর্মঘট হবে ৯ জুলাই। বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব জানায়, দেশ গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে চললেও কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে।

বিকাশ ভবনে ধুন্ধুমার

পুলিশের লাঠিতে চাকরিহারাদের ভাঙল পা-কাটল হাত-ছিঁড়ল জামা

ইটের আঘাতে জখম পুলিশকর্মীও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশ-শিক্ষক খণ্ডযুদ্ধে বেনজির চিত্র বিকাশ ভবন চত্বরে। বিকাশভবনের সামনে থেকে অবস্থান তুলতে পুলিশের অ্যাকশনে কারও ভাঙল পা, কারও হাতে রক্ত, কারও ছিঁড়ল জামা। পুলিশের সঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষকদের ধস্তাধস্তিতে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হল সল্টলেকের বিকাশ ভবন চত্বরে। চাকরিহারা শিক্ষকদের গলাধাক্কা পুলিশের, এমনকি চাকরিহারা শিক্ষকদের হঠাতে পুলিশের লাঠিচার্জও চলে।

বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারাদের বিক্ষোভে লাঠিচার্জ করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তাঁরা অবস্থানে বসেছিলেন। রাতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে। অভিযোগ, আচমকা পুলিশকর্মীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয় বিকাশ ভবনের সামনে। রাত ৮টা নাগাদ পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে বলপ্রয়োগ করে। ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। রাজ্য স্তার উপর শুয়ে পড়েন অনেকে। কিন্তু তাঁদেরও টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে দেওয়া হয় এলাকা থেকে। একইসঙ্গে সকাল থেকে বিকাশ ভবনের যে কর্মীরা আটকে পড়েছিলেন, তাঁদের বার করে আনতে থাকে পুলিশ। তাঁরাও অনেকে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অনেকে আটকে আছেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকেরা জড়ো হতে শুরু করেন। দপ্তর ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। বিকেলে চাকরিহারাদের তরফে মেহবুব মণ্ডল, চিন্ময় মণ্ডলেরা জানান, তাঁরা নতুন করে পরীক্ষায় বসবেন না। তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত ক্ষণ না এসে তাঁদের আশ্বস্ত করছেন, ততক্ষণ বিকাশ ভবনের বাইরে অবস্থান চলবে। বেরোতে দেওয়া হবে না কর্মীদের। তবে তাঁদের খাবার আটকানো হবে না।

সকাল থেকেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিকাশ ভবন। পুলিশের সঙ্গে একাধিক বার ধস্তাধস্তি হয় চাকরিহারাদের। তাঁদের একাংশ বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। ঘেরাওয়ে আটকে পড়েন শতাধিক কর্মচারী। ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত। তাঁকেও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, অনেকে সব্যসাচীর গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েছিলেন। পরে পুলিশ তাঁকে বার করে আনে।

এই আন্দোলনের জেরে তিনি ভিতরে পৌঁছতেই পারেনি। তার আগেই চাকরিহারারা রীতিমতো ঘিরে ধরেন সব্যসাচীকে। তাঁকে ধরে চলে রীতিমতো টানা হ্যাঁচড়া। নিরাপত্তা রক্ষীরাও তাঁদের সামাল দিতে পারছিলেন না প্রাথমিকভাবে। তাঁকে কোনওরকমে বার করে আনার চেষ্টা চলে। ভিড়ের মাঝ থেকে টেনে বার করে আনেন। চাকরিহারাদের ভিতর থেকে স্লোগান ওঠে 'চাকরি চোর'। সব্যসাচীকে কোনওক্রমে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেসময়ে রীতিমতো গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন চাকরিহারারা।

এরই মধ্যে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকায় সব্যসাচীর অনুগামীরা পৌঁছতেই। অনুগামীরা হঠাৎ করে হেলমেট দিয়ে মারধর করতে থাকেন আন্দোলনকারীদের। সাংবাদিকদের ছবি তুলতে, খবর করতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। অনুগামীদের দেখে একেবারে দাবাং মুডে চলে যান সব্যসাচী। নিজেই টেনে হিঁচড়ে চাকরিহারাদের সরাতে থাকেন। সাংবাদিকের গায়ে হাত তুলতেও দেখা যায় সব্যসাচীর অনুগামীদের। সঙ্গে চলে 'তুই-তোকারি'-র পালা।

এর পর রাত অবধি অবস্থান মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। আচমকা রাত ৮টার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে বিক্ষোভকারীদের অনেকেই আহত হয়েছেন। অভিযোগ, কারও মাথা ফেটে গিয়েছে, কারও পায়ে আঘাত লেগেছে। জখম হয়েছেন বেশ কিছু পুলিশকর্মীও।

'ওরা ধর্ম দেখে মেরেছে, আমরা কর্ম দেখে মেরেছি'

শ্রীনগরে সেনাঘাঁটিতে হুঙ্কার রাজনাথের

শ্রীনগর, ১৫ মে: ওরা ধর্ম দেখে মেরেছে, কিন্তু আমরা কর্ম দেখে মেরেছি। শ্রীনগরে সেনাঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি, জওয়ানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'জঙ্গিদের প্রতি আপনাদের কঠোর মনোভাব প্রশংসার যোগ্য। অপারেশন সিঁদুরে আপনারা যা করেছেন, তাতে গোটা দেশ গর্বিত।'

অপারেশন সিঁদুরের পর বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীরে পা রাখেন রাজনাথ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিন্‌হা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এদিন খতিয়ে দেখেন রাজনাথ। অপারেশন সিঁদুরের সফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান জওয়ানদেরও। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতের মাটিতে বেশ কয়েকটি শেল ছোড়ে পাক সেনা। বৃহস্পতিবার সেই জায়গাগুলি ঘুরে দেখেন রাজনাথ।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বীর জওয়ানদের আত্মত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। পহেলগাঁওয়ে নিহত সাধারণ নাগরিকদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।' রাজনাথ বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর একটা অঙ্কীকার। ওরা ধর্ম দেখে মেরেছে কিন্তু আমরা কর্ম দেখে মেরেছি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এটি ভারতের সবচেয়ে বড় অভিযান। সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে আমরা যে কোনও সীমা পর্যন্ত যাব। পাকিস্তানকে অবিলম্বে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে।'

কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীনগরে চিনার কর্পসের সদর দপ্তরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি বলেন, 'একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকা সারা বিশ্বের পক্ষেই বিপজ্জনক। আমার মতে, পাকিস্তানের

পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার কড়া নজরদারির আওতায় থাকা উচিত।'

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর এই প্রথম কাশ্মীরে যান রাজনাথ। বাদামিবাগ সেনাছাউনিতে গিয়ে তিনি পরিদর্শন করেন সেই জায়গা, যেখানে সম্প্রতি পাকিস্তানের ছোড়া গোলা পড়েছিল। সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, 'এই সাহসিকতার জন্য গোটা দেশ গর্বিত। আমাদের মাথায় মেরেছিল ওরা, আমরা তাদের ছাতি চিরে দিয়েছি।'

গত ৭ মে গভীর রাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারত। সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর'। ওই হামলায় অংশ নেওয়া সেনাদের সম্মান জানাতে পঞ্জাবের আদমপুরে বায়ুসেনাঘাঁটিতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। রাজনাথও বৃহস্পতিবার সেই সুরেই বলেন, 'পাকিস্তানের পরমাণু ব্ল্যাকমেলিং আর সহ্য করবে না ভারত।' কাশ্মীর নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'বাক্য বিনিময় হবে কেবল সন্ত্রাসবাদ ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেটা নিয়ে কোনো আলোচনার প্রশ্নই নেই।'

তৃণমূলে যোগ দিলেন জন বার্লা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে বড় ধাক্কা। তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বক্সি ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন জন বার্লা। জন বার্লাকে পাশে বসিয়ে সুব্রত বক্সি বলেন, রাজ্য বিজেপিতে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন বার্লা। মমতার কর্মকাণ্ডে খুশি হয়ে তিনি তৃণমূলে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলে জানান সুব্রত বক্সি। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আবেদন অনুমোদন করেন । তৃণমূলে যোগ দিয়ে জন বার্লা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। আমাদের সমাজের হয়ে কাজ করার জন্য এত বড় সুযোগ দিলেন। ৬-৭ মাস ধরে কথাবার্তা চলছিল। যখন মন্ত্রী হিসেবে কাজ করছিলাম তখন কাজ করতে চাইলেও অনেক বাধা এসেছিল। সেই সময় হাসপাতাল করতে চেয়েছিলাম। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তখন বাধা দিয়েছিলেন।' এখানেই শেষ নয়, তাঁর আরও সংযোজন, 'রেলওয়ে হাসপাতাল হত। উন্নয়নের কাজ এভাবেই বাধা দিয়েছিলেন। ফোন করে কাজ বন্ধ করতে বলেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তিনি চা সুন্দরী থেকে জমির পাট্টা-সহ অন্যান্য সুবিধা দিয়েছেন।'

এদিন জন বার্লার সুব্রত বক্সি সম্পর্কে জানান, 'জন বার্লাকে চা বাগানের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হবে। এছাড়া তিনি রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব হিসেবে কাজ করবেন। এর ফলে চা বাগানের অঞ্চলে আমাদের দল আরও অনেক শক্তিশালী হল।' অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'সেই কারণেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের হয়ে কাজ করার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল। আজকে আমাদের দলের নেত্রী আমাদের সবার নেত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা অনুমোদন করেছেন। আমার মনে হয় যে, কেন তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিজেপি ছাড়লেন সেই বক্তব্য তাঁর কাছে শুনুন।'

পুলওয়ামায় গুলির লড়াইয়ে নিকেশ ৩ জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৫ মে: দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার নাদের এলাকায় ফের শুরু হয়েছে জঙ্গি ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে সেনা, সিআরপিএফ ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করতেই গুলিবর্ষণ শুরু করে সন্ত্রাসবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও।

পহেলগাঁও হামলার পর থেকে উপত্যকার জঙ্গি উপস্থিতির খবর মিলছে একের পর এক এবং তার ভিত্তিতে প্রতিদিন চলছে জোরদার তল্লাশি ও অভিযান। একজন পুলিশ আধিকারিক জানান, জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার সম্ভাব্য এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের এই সংঘর্ষও তারই অংশ। তিনি বলেন,

'আমরা নির্দিষ্ট খবর পেয়েই অভিযান চালাচ্ছিলাম। কিন্তু আচমকাই গুলির মুখে পড়ি। এরপরই শুরু হয় গুলির লড়াই।'

জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই সোপিয়ানে লস্কর-ই-তইবার তিন জঙ্গিকে নিকেশ করে বাহিনী। তার পরেই ফের শুরু হয়েছে এই এনকাউন্টার।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃত তিন জঙ্গির পরিচয় এখনো নিশ্চিত নয়। ঘটনাস্থলে টহল দিচ্ছে সেনার সাঁজোয়া বাহন। কড়া নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন।

'অ্যাপলের জিনিস আর ভারতে বানাবেন না'

টিম কুককে কড়া বার্তা ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ১৫ মে: ভারতে আর অ্যাপলের জিনিস উৎপাদন না-করার জন্য অ্যাপল কর্তা টিম কুককে কড়া বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার কাতারের রাজধানী দোহায় নিজেই এ কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান তিনি অ্যাপল কর্তাকে বলেছেন, 'আমি শুনছি আপনি ভারতে জিনিস উৎপাদন করছেন। আমি চাই না আপনি ভারতে জিনিস উৎপাদন করুন।' ট্রাম্প এ-ও জানান, ভারত নিজে নিজেরটা বুঝে নিতে পারবে এবং ভারত বেশ ভাল ভাবেই চলছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, বুধবারই কুকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ট্রাম্পের কথায় তিনি অ্যাপল কর্তাকে বলেছেন, 'আপনি যদি ভারতের দেখভাল করতে চান, তা হলে সে দেশে জিনিস বানাতে পারেন। কারণ, বিশ্বের সবচেয়ে চড়া হারে শুল্ক নেওয়া দেশগুলির মধ্যে একটি ভারত। তাই ভারতে জিনিসপত্র

বিক্রি করা খুব কঠিন।'

অ্যাপল-এর বিভিন্ন জিনিস যেমন, আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাকবুক, ইয়ারপড ভারতে তৈরি হয়। এই জিনিসগুলি অ্যাপল ভারতে উৎপাদন করা বন্ধ করে দিলে ভিনদেশ থেকে সেগুলির আমদানি করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে আইফোন-সহ অ্যাপলের অন্য জিনিসগুলির দাম ভারতীয় বাজারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতে অ্যাপলের জিনিস তৈরি বন্ধ করার কথা বলার সময়ে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তির প্রসঙ্গও উঠে আসে ট্রাম্পের মুখে। তাঁর দাবি, ভারত থেকে নাকি নিঃশুল্ক বাণিজ্যচুক্তির প্রস্তাব পেয়েছিল আমেরিকা! মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ওরা (ভারত) আমাদের আক্ষরিক অর্থেই নিঃশুল্ক বাণিজ্যচুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি টিমকে বলেছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করছি। বছরের পর বছর ধরে আপনারা চিনে যে উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করেছেন, তা আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু আপনারা ভারতে যে কারখানা তৈরি করছেন, তাতে আমরা আগ্রহী নই। ভারত নিজেই নিজেদের খেয়াল রাখতে পারে।' যদিও ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারতের তরফে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্থেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

১৫/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে Kaushik Roy S/o. Birendra Nath Roy ও Koushik Roy S/o. B. N. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে Ashis Kumar Kunti S/o. Santinath Kundi ও Ashis Kunti S/o. S. N. Kunti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Md. Habibur Rahman, পিতা-Harun Rashid, ভুলবশতঃ LICI পলিসি নং 429170850 এতে আমার নাম Habibullah এবং SBI ব্যাঙ্কে নাম Md. Habibur Rahaman আছে। গত ৭/৩/২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Md. Habibur Rahman, Habibullah এবং Md. Habibur Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০৭৭ নং এফিডেভিট বলে Md Naimul Islam Mondal ও Naimul Islam Mondal S/o. Md. Nazrul Islam Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭৪ নং এফিডেভিট বলে Shaikh Samsul Alam S/o. Mohd Idrish ও Sk. Samsul Alam S/o. Md Idrish সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Md. Masudur Rahman, S/O-Md. Kaikobad at Vill-Barua Nathpara, P.O-Barua, P.S-Beldanga, Dist-Murshidabad do hereby declare that I have changed my name from Masudur Rahman to Md. Masudur Rahman vide affidavit 117 before in the court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Berhampore. That I, Md. Masudur Rahman (New Name) & Masudur Rahman (Old Name) is same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই মে, ১ লা জৈষ্ঠ, শুক্র বার। চতুর্থী তিথী। জন্মে ধনু রাশি। শনি ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্থা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন। ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো।। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়।। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন দিবস।
শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাতার শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৩৬২ নং এফিডেভিট বলে Dipak Ray S/o. Debendra Ray ও Dipak Roy S/o. D. N. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১২৯ নং এফিডেভিট বলে Asit Das S/o. Narayan Das ও Asit Kr. Das S/o. Lt. N. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৩৬১ নং এফিডেভিট বলে Md. Nuruzzaman S/o. Israrul Haque ও Md. Nurazzaman S/o. E. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sajal Biswas S/o. Dhirendra Chandra Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Trishita Biswas ও Tanvi Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১২৮ নং এফিডেভিট বলে Rajkishore Bandyopadhyay S/o. Gopinath Bandyopadhyay ও Rajkishore Bannerjee S/o. G. N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৩৬০ নং এফিডেভিট বলে Sushil Prasad S/o. Shyam Narayan Prasad ও Sushil Prosad S/o. S. N. Prosad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Nur Mahammad S/o. Sk Abu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি ও আমার পুত্র Riyajul Ali S/o. Sk Nur Mahammad as well as Riajul Ali S/o. Nur Mohammad R/o. Gangarampur, Mandra, Dhaniakhali, Hooghly-712301, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৫/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৬২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Bengali Ashraf Anishbhai (old name) S/o. Anisur Rahaman R/o. Damdama, Ayema Nababpur, Pandua, Hooghly-712149\, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sheikh Ashraf Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Bengali Ashraf Anishbhai & Sheikh Ashraf Ali S/o. Anisur Rahaman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Prithwitosh Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Baishnab Charan Biswas ও Lt. Dr. B. C. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে Md. Ishha Haque S/o. Md. Siddik ও Md Ishha Haque S/o. Sk. Md. Siddika সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Binoy Sarkar (old name) S/o. Dulal Sarkar R/o. Baksagar, Patuligram, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Benoy Bhusan Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Binoy Sarkar & Benoy Bhusan Sarkar S/o. Dulal Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Alik Sarkar.

CHANGE OF NAME

I, Sima Basu / Sima Bhattacharyya Basu wife of Jyotirmoy Basu, resident of B-302, Greenview Apartment, 2, S.S. Road, Near Canara Bank, Kadai, P.O.+P.S.: Berhampore, Dist.: Murshidabad, (W.B.), 742101 do hereby declare that I have changed my name from Sima Basu/ Sima Bhattacharyya Basu to Sima Bhattacharyya, henceforth I shall be known as Sima Bhattacharyya in all purpose, vide affidavit no. B-74109 sworn before the S.D.E.M.(S) court at Berhampore on 04/02/2025. Sima Bhattacharyya and Sima Basu/ Sima Bhattacharyya Basu both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arun Tibrewal, S/o, Late Babu Lal Tibrewal, residing at BE-241, Sector-1, Salt Lake City, Bidhannagr, North 24 Parganas-700064 Shall henceforth be known as Arun Tibrewal as declare Before the Judicial Magistrate (1st Class) at Bidhannagar vide Affidavit No. 684 dated 25th April 2025, Arun Tibrewal and Arun Kumar Tibrewal both are same and identical Person.

AFFIDAVIT

I Miss P Divya D/O Sri P Babu Rao residing at South side Qtr No 454, 4th Avenue P.O.- Kharagpur, P.S- Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur do hereby solemnly affirm and declare that P. Divya and Panpana Divya is the one same and identical person that is myself vide affidavit no 4000 dt. 06.05.25 in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st class), Kharagpur.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
প্রথম আদালত
প্রোবেট কেস নং - ৭/২০২৩

দরখাস্তকারী- কুন্তল রায়চৌধুরী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র কেসের দরখাস্তকারী কুন্তল রায়চৌধুরী মহাশয়ের মাতা মৃতা অশোকা রায়চৌধুরী, স্বামী মৃত কানাই লাল রায়চৌধুরী, কালীচরণ লাহিড়ী লেন, চাষাপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ইংরাজী ৩০-১২-২০১০ তারিখে লিখিত ২১-০১-২০১১ তারিখে সম্পাদিত ২৫-০১-২০১১ তারিখে ভল্যুমকৃত কৃষ্ণনগর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্টি করিয়া তাহার বরাবরে একটি উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন। গত ইংরাজী ১৬-০৬-২০২১ তারিখে উপরোক্ত অশোকা রায়চৌধুরী পরলোক গমণ করিলে অত্র দরখাস্তকারী উক্ত উইলের প্রোবেট প্রার্থনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহার কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ তারিখের পূর্বে বা অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের একমাসের মধ্যে তাহা আদালতে জানাইবেন, অন্যথায় আদালত আইন মোতাবেক আদেশ প্রদান করিবেন।

সেরেস্তাদার
Ram Soren
জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
আদালত

I, Samiullah Khan s/o Kalimullah Khan on behalf my wife Ajaz Fathima r/o F-28, Shahi Astabal, P.O. & P.S Garden Reach, Kolkata-700024 holder of passport no. N7659253 wherein my wife's name has been inadvertently recorded as Fathima Khan in Passport file no. CA2079229699316 as declared before First Class Judicial Magistrate Alipore court (West Bengal) vide affidavit no. 28898 Dated 12.05.2025. Fathima khan and Ajaz Fathima both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি উজ্জ্বল ঘোষ, পিতা- রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং কৃষ্ণনগর - এর স্থায়ী বাসিন্দা। থানা কোতোয়ালী এলাকাধীন 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল আর- ৫০৭৭/১ ও ৭৫৪/১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৬৭০৪ নং দাগের ৫.২৫ শতক জমির স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১১/১২/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-259 নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, নিবাসী ১/ পারমিতা মজুমদার, স্বামী বিপ্লব মজুমদার এবং ব্যারাকপুর নিবাসী ২/ নন্দিতা দাস, স্বামী মলয় কুমার দাস, এবং কলকাতা নিবাসী ৩/ সঞ্চিতা দাস, স্বামী প্রতাপ দাস এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-৩১/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৬৭০ নং দলিল দ্বারা সাং- আদিত্যপাড়া ঘূর্ণী নিবাসী রনি প্রসাদ কুণ্ডু ও তপন কুমার কুণ্ডু -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতাদ্বয় জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর-১বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর ৪২/২০২৩

অরূপ কুমার সাহা .....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, অরূপ কুমার সাহা পিতা ৺কুলিশ চন্দ্র সাহা, সাং- শ্রীপল্লী, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলী মাননীয় আদালতে তাহার পিতৃত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া অত্র মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে পর অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিজে/ উকিলবাবুর মাধ্যমে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় শুনানী অন্তে অত্র দরখাস্তকারীর অনুকূলে একতরফা আদেশ হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

(Unit of Britannia Industries Ltd)
Folio No. K003935, **Distinctive No.** 239429647 - 239430736, **Certificate Nos.** 225845, **No. of Share** 1090, **Amount Rs.** 48,00,000/- (Rupees Forty Eight Lakh) only approx. **Total Amount is Rs. 48,00,000/- (Rupees Forty Eight Lakh) only approx.**

দরখাস্তকারী পক্ষে
নেপাল চন্দ্র সেন (আইনজীবী)

অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

LEGAL NOTICE

My Clients namely 1) Mrs. Chaya Biti Banik @ Chaya Devi Banik, wife of late Surendra Banik @ Sourendra Nath Banik @ Sourendra Kumar Banik, 2) Mr. Subrata Banik, 3) Mr. Debabrata Banik, 2) and 3) are sons of late Surendra Banik @Sourendra Kumar Banik @ Sourendra Nath Banik intend to sell their land measuring an area about 5(Five) Cottah 00 (Ziro) Chittak alongwith 300(Three hundred) square feet ashbe-straw shed property within Mouza- Serampore, J.L.No. 13, R.S. Dag No. 6776/6823 under R.S. Khatian No. 1039,840, corresponding to L.R. Dag No. 7195 under L.R. Khatian No. 26420, 26421 & 26422, situated at Holding No. 31/A, Tarapukur Lane under Serampore Municipality, Ward No. 6, Post Office Mallick Para, Police Station: Serampore, District: Hooghly, Pin-712203 to Mr. Samir Das, son of late Brajo Kishore Das of Serampore, Hooghly.

Any person or Persons having any objection, claim/claims or any rights by way of inheritance against the aforesaid landed plot and shares, should raise their objection/claim, if any, in writing to the undersigned alongwith the documentary evidences in support of the said claims thereof within 15 days from the date of publication day of the instant notice, failling which claims, if any, shall be deemed to have been void ab initio.

Yours sincerely
Sanjib Mitra
High Court, Calcutta
Bar Association, Room No-13
Phone- 9831449499

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

PURUSHOTTOM DAS,
ADVOCATE, HOWRAH JUDGES COURT

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the District Judge, Paschim Medinipur
J. Misc Case No. 60 of 2024

Sri Sri Radhanayan Binod Jew having existence at **"Sri Sri Gourbani Binod Ashram"** (Gouriya Math) at Subhaspalli, P.O. & P.S. Kharagpur, Dist. Paschim Medinipur Represented by **Sri Nityananda Brahmachari @Bhakti Jiban Acharjya Maharaj** Son of Late Pitambar Chandra Das Of Subhaspalli, P.O. & P.S. Kharagpur, Dist. Paschim Medinipur ....**Petitioner**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা পশ্চিম মেদনীপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল), মৌজা- বরগাই এর নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি for permission to sell এর জন্য অত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপিত হইয়াছে। উপরোক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র মোকর্দ্দমার ধার্য্য ইং ১২/০৬/২০২৫ তারিখে বা তাহার পূর্বে অত্র হুজুরাদালতে হাজির হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী আদেশ হইবে।

SCHEDULE

Dist. – Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur (Local), J.L. No. 197, Mouza - Bargai, Khatian No. 78, Plot No. 706, Nature - Jal, Area 33 dec. (Western Part).

ইতি তাং- 07.05.2025
BY ORDER
Bibhas Mondal (Sheristadar)
District Judge's Court
Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ঋত্বিক কুমার গুপ্তা, পিতা অশোক কুমার গুপ্তা, সাং ৪৯/৫/৩ এফ কার্ল মার্কস সরনী, থানা সাউথ পোর্ট, কোলকাতা- ৭০০০২৩ বিগত ইং ২৭/১১/২০১৩ তারিখে থানা মহেশতলা, মৌজা জগন্নাথ নগর, জে.এল নং ৭, এল.আর খতিয়ান নং ২৬০৬, এল.আর ২০৬২, ২০৬৪ নং দাগে ৪.৯৫ শতক জমি এ.ডি.এস.আর বেহালা রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০১৩৪৫৮/ ২০১৩ নং দলিল মুলে দাতা প্রবীর কুমার মন্ডল এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) ধনঞ্জয় দাস ও ২) সুশান্ত মন্ডল এর নিকট হইতে ইং ১৯/১১/২০১৩ তারিখে আলিপুর ডিঃ ২নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির, ০০৮২১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে খরিদ করিয়া বর্তমানে দখল আছেন। উক্ত জমি বর্তমানে মিউটেশন করিবার জন্য মহেশতলা- ঠাকুরপুকুর ব্লকে আবেদন করিয়াছেন। যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল.আর.ও অফিসে লিখিত ভাবে জানাইতে হইবে। অন্যথায় একতরফা ভাবে মিউটেশান হইবে।

সুশান্ত কুমার পাল
এ্যাডভোকেট
আলিপুর জাজেস কোর্ট
কলকাতা-৭০০০২৭
রেঃজিঃ নং- **W.B. 281/83**

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা যমুনা অধিকারী ওরফে যমুনা সাহা,** স্বামী ৺প্রভাত অধিকারী, সাকিম পঞ্চাননতলা পানিহাটী, নাটাগড়, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগণা- ৭০০১১৩ মহাশয়া বিগত ইং ১০/১২/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11705/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী সুবোধ কুমার সাহা ওরফে সুশীল সাহা** পিতা ৺বিশ্বনাথ সাহা, সাকিম কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি/ করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা ধুলিয়ারা, ২৭ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৬৩০ নং দাগে ষোল আনায় ৩৮ শতকের মধ্যে ১৯ শতক কলাবাগান জমি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ উক্ত সম্পত্তি খরিদান্তে তাহাদের নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-

শ্রী সুবোধ কুমার সাহা ওরফে সুশীল সাহা
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি লাল মহম্মদ বিশ্বাস, পিতা মৃত আব্দুল জলিল বিশ্বাস, ঠিকানা : বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালি, জেলা নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০৭। গত ইংরেজি ১০/০৪/১৯৮৬ তাং হাঁসখালিA.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আব্দুল রউফ বিশ্বাস, পিতা - মৃত আব্দুল জলিল বিশ্বাস, ঠিকানা : বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০৭। মহাশয় কে আমমোক্তার প্রাপ্ত করা হলো , উক্ত আমমোক্তার গত ইং ২৮/০২/২৪ তাং হাঁসখালি A.D.S.R অফিসে I-851/24 নং কোবলা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বলে ১. জহরা মিস্ত্রি, পিতা - মৃত আমোজেত মিস্ত্রি, ঠিকানা - বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০৭। মহাশয় কে ২৬ নং মৌজার খতিয়ান নং L.R. ৪৫৯ দাগ R.S. ও L.R. ৩২২, ১.২৫ শতক জমি বিক্রয় করা হয়। উক্ত আমমোক্তার গত ইং ২৮/০২/২০২৪ তাং হাঁসখালি A.D.S.R. অফিসে I - 850/24 নং কোবলা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বলে ২. জাকির মিস্ত্রি, পিতা - বিশারদ মিস্ত্রি, ঠিকানা : বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০৭ ।মহাশয় কে ২৬ নং মৌজার খতিয়ান নং L.R. ৪৫৯ দাগ R.S. ও L.R. ৩২২, ২.৫ শতক জমি বিক্রয় করা হয়। উক্ত আমমোক্তার গত ইং ২৮/০২/২০২৪ তাং হাঁসখালি A.D.S.R অফিসে I - 848/24 নং কোবলা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বলে ৩. বাবুরালী মিস্ত্রি, পিতা - বিসারদ মিস্ত্রি ঠিকানা : বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০৭ ।মহাশয় কে ২৬ নং মৌজার খতিয়ান নং L.R. ৪৫৯ দাগ R.S. ও L.R. ৩২২, ১.৫ শতক জমি বিক্রয় করা হয় ।উক্ত আমমোক্তার গত ইং ২৮/০২/২০২৪ তাং হাঁসখালি A.D.S.R অফিসে কোবলা রেজিস্ট্রিকৃত I - 849/24 নং দলিল বলে ৪. রুকিয়া মিস্ত্রি, পিতা - মৃত আমজেদ মিস্ত্রী, ঠিকানা : বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০৭ ।মহাশয় কে ২৬ নং মৌজার খতিয়ান নং L.R. ৪৫৯ দাগ R.S. ও L.R. ৩২২, ১ শতক জমি বিক্রয় করা হয়। উক্ত আমমোক্তার গত ইং ২৮/০২/২০২৪ তাং হাঁসখালি A.D.S.R অফিসে I - 852/24 নং কোবলা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বলে ৫. বেলোহার মন্ডল, স্বামী : সামাদ মন্ডল, ঠিকানা : বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০৭। মহাশয়া কে ২৬ নং মৌজার খতিয়ান নং L.R. ৪৫৯ দাগ R.S. ও L.R. ৩২২, ১ শতক জমি বিক্রয় করা হয়। উক্ত আমমোক্তার গত ইং ২৮/০২/২০২৪ তাং হাঁসখালি A.D.S.R অফিসে কোবলা রেজিস্ট্রিকৃত I - 854/24 নং দলিল বলে৬. সাপুরা মিস্ত্রি খাতুন স্বামী - ইক্রামুল মিস্ত্রি ঠিকানা : বাজিতপুর, পোষ্ট : গাজনা, থানা : হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০৭। মহাশয়া কে ২৬ নং মৌজার খতিয়ান নং L.R. ৪৫৯ দাগ R.S. ও L.R. ৩২২, ১ শতক জমি বিক্রয় করা হয়। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে হাঁসখালী B.L. & L.R.O অফিসে এসে ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শীতলকুচির কৃষকের মুক্তিতে কূটনৈতিক সাফল্যের দাবি বিজেপির

মোদি-অমিত-জয়শঙ্করকে কৃতজ্ঞতা সুকান্ত ও শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অপহৃত রাজবংশী কৃষক উকিল বর্মনের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিএসএফের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সুকান্ত মজুমদার এক বিবৃতিতে জানান, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিরলস প্রচেষ্টায় শীতলকুচির বাসিন্দা উকিল বর্মনকে বিএসএফ-এর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন। আমি একাধিকবার বিদেশমন্ত্রক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এটি ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি আরও জানান, বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রতিনিধি দল উকিলবাবু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তাঁর আশ্বাস, দেশবাসীর নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার এই লড়াইয়ে বিজেপি সর্বদা তাঁদের পাশে থাকবে। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীও এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, ১৬ এপ্রিল কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্ত এলাকা থেকে অপহৃত রাজবংশী কৃষক উকিল বর্মনের মুক্তির জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিএসএফ-এর ডিজিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনা ফের প্রমাণ করল, সীমান্ত সুরক্ষা এবং নাগরিকের সুরক্ষায় মোদি সরকারের ভূমিকা কতটা শক্তিশালী।

আক্রান্ত সাংবাদিক, নীরব কলকাতা প্রেস ক্লাব, তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন সম্প্রতি ঘটা এক সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায়। তিনি সরাসরি তৃণমূল নেতাদের উস্কানিমূলক ভূমিকা তুলে ধরেন এবং কলকাতা প্রেস ক্লাবের নীরবতাকেও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, আবার আক্রান্ত সাংবাদিক, চুপ প্রেস ক্লাব; তোলামূল নেতার মদতেই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর হামলা। তিনি মনে করেন, গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি সংবাদমাধ্যমকে লক্ষ্য করে সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব ও উস্কানির মাধ্যমে এই হামলা সংঘটিত হয়েছে। গত বুধবার বিকাশ ভবনে চাকরিহারাদের প্রতিবাদের সময় তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। বিক্ষোভকারীরা সব্যসাচীকে 'চোর-চোর' স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জানালে, নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে গাড়িতে তুলতে বাধ্য হন। কিন্তু চাকরিহারারা গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে থাকেন।

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, সব্যসাচী দত্ত তাঁর অনুগামী সমাজবিরোধীদের ডেকে এনে বলপ্রয়োগে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ দেন। সেই সময় খবর সংগ্রহ করতে কিছু সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানের ওপর আক্রমণ হয়। ক্যামেরাম্যান সূর্যেন্দু মণ্ডলকে মারধর করে ঠোঁট ফাটিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্য একজন সাংবাদিকের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করা হয়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, এই বর্বরতার পরেও সব্যসাচী দত্ত অনুতপ্ত নন, বরং প্রকাশ্যে হামলাকারীদের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তিনি কলকাতা পুলিশকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, ভিডিও ফুটেজ দেখে সমস্ত হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি, শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা প্রেস ক্লাবের নীরবতাকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন। তাঁর কথায়, এক্ষেত্রেও পূর্বের দৃষ্টান্ত মতো তোলামূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠনে পরিণত হওয়া কলকাতা প্রেস ক্লাব মুখে কুলুপ এঁটেছে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী পক্ষের অভিযোগ, সংবাদমাধ্যমকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তৃণমূলের তরফে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্বাধীন বালোচিস্তানের দাবিতে কলকাতায় অখিলভারত হিন্দুমহাসভার পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় বীর [illegible] পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করার পরেই বালোচিস্তান যখন নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ও ভারত সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, ঠিক তখনই ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল হিন্দুমহাসভা সার্বিক ভাবে বালোচিস্তানের পাশে এসে দাঁড়াল। বৃহস্পতিবার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভার প্রায় পঞ্চাশজন সদস্য কলকাতার টালিগঞ্জে উত্তমকুমার মেট্রো স্টেশনের সামনে স্বাধীন বালোচিস্তানের পক্ষে এবং পাকিস্তানের নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ঐতিহাসিক পথসভা আয়োজন করল। ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য, মুখে পাকিস্তান মুসলিম সৌভাতৃত্বের কথা বললেও বহুযুগ ধরে ওরা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বলোচিস্তানের উপর নৃশংস অত্যাচার করে চলেছে। বেইমান পাকিস্তানের মাথায় রাখা উচিত ওদের দেশের অর্থনীতির নব্বই শতাংশ বালোচিস্তানের উপর নির্ভরশীল। আমরা ইতিমধ্যেই ইউনাইটেড নেশনস, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বালোচিস্তানের নেতা মীর ইয়াসির বালোচের সঙ্গে মেইল করে যোগাযোগ করেছি। আমরা আমাদের বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের বালোচ ভাইদের পাশে আছি। হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর সুরথ চক্রবর্তী বলেন, বালোচিস্তানকে স্বাধীন করতে পারলেই পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দমন করা যাবে কারণ আজ পাকিস্তান পুরো দেশটাই সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মহাসভার অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মণ্ডল বলেন, ভারতের একান্ন সতীপিঠের বিখ্যাত একটি সতীপিঠ মরুতীর্থ হিংলাজ বালোচিস্তানে অবস্থিত, তাই আমরা সনাতনীরা অবশ্যই ধর্মীয় আবেগের দিক দিয়ে বহুযুগ থেকেই বালোচিস্তানের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। অনুষ্ঠান শেষে রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী স্বাধীন বালোচিস্তানের পতাকা উত্তোলন করলেন।

হাওড়া রেল ডিভিশনের শতবর্ষে রাজধানী এক্সপ্রেসের নতুন রূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া রেল ডিভিশন তার প্রতিষ্ঠার একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে নতুন রং ও ছবি দিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করল। ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানান, এই ট্রেনের নতুন সাজ দেশের যাত্রীদের কাছে আমাদের ঐতিহ্যের গল্প পৌঁছে দেবে। যেখানে ট্রেন যাবে, সেখানে জানা যাবে এটি হাওড়ায় তৈরি, এবং আমরা শতবর্ষ পূর্তি উদ্ যাপন করছি। তিনি আরও বলেন, পুরনো দিনের ছবি ও নতুন ছবির সংমিশ্রণ ট্রেনের এক পাশকে অতীত ও ঐতিহ্যের মুখর রূপ দিয়েছে, আর অন্য পাশ আধুনিকতার ছোঁয়া বহন করছে। আমরা ট্রেনের রং বদলাইনি, শুধু লোগোতে পরিবর্তন এনেছি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ মে ২০২৫, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার

ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত নদিয়া তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
শেষ শ্রদ্ধা জানালেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল তাঁর। চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল। হাজিরাও দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ১৫ নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন নদিয়ার তেহট্টের এই তৃণমূল বিধায়ক। সূত্রের খবর, বুধবার হঠাৎই নিজের বাসভবনে অসুস্থতা বোধ করেন তাপসবাবু। চিকিৎসার জন্য স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। তখনই জানা যায়, তাপসবাবু ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত। এরপরেই তড়িঘড়ি তাকে স্থানান্তর করা হয় অন্যত্র। পরে তৃণমূল বিধায়ককে নিয়ে আসা হয় কলকাতার বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।

বাবার মৃত্যুতে একেবারে অনাথ হয়ে পড়েছেন তাঁর ছেলে সাগ্নিক। সদ্য কলেজ পাশ করা ছেলে আগেই মাকে হারিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সাগ্নিকের প্রকৃত অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তাপস সাহাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অভিষেক ছেলেকে বললেন, এই সময় ভেঙে পড়বে না। নিজের খেয়াল রাখবে। পাশাপাশি বাকি বিধায়কদেরও প্রতি অভিষেকের বার্তা, ছেলেটিকে দেখবেন, ও যেন একা না হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধার প্রয়াণে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে বিধানসভায় তাঁকে মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেক্য, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তেহট্টে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশিও চালিয়েছিলেন আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ১২ জন আধিকারিক তাপসবাবুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন। তাপসের আপ্ত সহায়কের বাড়ি, বাড়ির পাশের পুকুরেও তল্লাশি চলে। পুকুরপাড়ে বেশ কিছু নথি পোড়ানোর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সে সময়ে। পরীক্ষা করার জন্য সেই পুড়ে যাওয়া নথির নমুনাও সংগ্রহ করেছিল সিবিআই। ১৫ ঘণ্টার তল্লাশির পর সিবিআই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে লোকজনকে ডেকে মাংস ভাত খাইয়েছিলেন তিনি।

রাজ্যে ফের ভয়ংকর সংকেত, বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে গুজরাত ও কেরলের ৫১টি জাল ওষুধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের রাজ্যে জাল ওষুধ কাণ্ড। ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের সাম্প্রতিক পরীক্ষায় ধরা পরল গুজরাত ও কেরলে তৈরি হওয়া ৫১টি নিম্নমানের ওষুধ। জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজিথ্রোমাইসিন থেকে শুরু করে স্নায়ুর রোগে ব্যবহৃত অ্যালপ্রাজোলাম বিভিন্ন রকম গুরুত্বপূর্ণ ওষুধই এই তালিকায় রয়েছে।

কেরলের ইদ্দুকির কারখানায় তৈরি অ্যাজিথ্রোমাইসিন প্রস্তুত করেছে এমএস স্কাই কিওর সলিউশন। আর গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে এসেছে প্রোবায়োটিক ও রেবেপ্রাজোলের মতো ওষুধ, যেগুলির গুণগতমান ভয়ানকভাবে খারাপ। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও গ্যাস-অম্বলের ওষুধও রয়েছে সেই তালিকায়।

এই জাল ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করতে ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর-সহ বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের সব ওষুধ বিক্রেতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে এই ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে হবে এবং দোকানে তালিকা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। চিকিৎসকরা সতর্ক করছেন, এই ধরনের ওষুধ খেলে রোগ না সেরে উলটে শরীরে তৈরি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথের অধ্যক্ষ ডা. জয়দেব রায়ের মতে, এ ধরনের নিম্নমানের অ্যান্টিবায়োটিকে ব্যাকটিরিয়া মরছে না, বরং শক্তিশালী হচ্ছে। ভবিষ্যতে আর কোনো ওষুধ কাজ করবে না। বিশেষজ্ঞদের দাবি, কারখানাগুলিতে হানা দিয়ে এই ক্ষতিকর উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি, এইসব সংস্থাকে চিহ্নিত করে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ না করলে স্বাস্থ্য বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রয়াত সাংবাদিক বিশ্বজিৎ রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত সাংবাদিক বিশ্বজিৎ রায় বৃহস্পতিবার ভোরে কলকাতার বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি বেশ কিছুদিন হার্টের গুরুতর সমস্যায় ভুগছিলেন। চিকিৎসা চলছিল। বছর দেড়েক আগে তাঁর স্ত্রী সাংবাদিক দেবযানী প্রয়াত হন। তাঁদের দুই ছেলে।

বন্ধু ও সাংবাদিক মহলে 'মধু' নামে বেশি পরিচিত বিশ্বজিৎ রায় আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ, টাইম অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করেছেন। তার আগে পরিবর্তন ম্যাগাজিনে চাকরি করতেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দিল্লি-সহ একাধিক শহর ও রাজ্যে সাংবাদিকতা করেছেন তিনি। বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরির পাশাপাশি তিনি লিটল ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখালেখি করতেন।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যপাল
কাজের চাপ কম রাখার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে সঙ্গে তাঁরা এ পরামর্শও দিয়েছেন যে, কিছুদিন কাজের চাপ কম রাখতে হবে। গত ২২ এপ্রিল থেকে হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে এই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজ্যপাল বোস। ২৪ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন রাজ্যপাল। মেডিক্যাল বুলেটিনে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ১০০ শতাংশ। তাঁর রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রাও স্বাভাবিক রয়েছে।

তবে পরবর্তী চেক আপ না হওয়া অবধি কম কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল বাম কাঁধে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বোস। সেদিন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ বোধ করেন। বাম কাঁধে ব্যথা ও বুকে অস্বস্তি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায়, হৃদযন্ত্রে সামান্য সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা চলে। আপাতত সম্পূর্ণ সুস্থ রাজ্যপাল। উল্লেখ্য, গত ২০ এপ্রিল অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজ্যপাল আনন্দ বোস। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রাথমিক পরীক্ষায় হৃদযন্ত্রে কিছু ব্লকেজ ধরা পড়ে। সোমবার আলিপুরের কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। তারপর মঙ্গলবার বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। যথাযথ চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার ছাড়া পেলেন তিনি।

সোনার দোকানে অনলাইনে
টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনলাইনে টাকা পাঠানোর সময় দোকানের কর্মীরা মোবাইলের স্ক্রিনে দেখেছিলেন, সোনার গয়নার দাম মিটিয়েছেন মহিলা। ধোপদুরস্ত ওই মহিলার হাতে থাকা মোবাইলে সেই 'ভুয়ো অ্যাপে'র কারসাজিতেই দক্ষিণ কলকাতার একটি সোনার দোকানের কর্মকর্তারা ৫৬ হাজার টাকা খুইয়েছেন বলে অভিযোগ। এরপরই ওই সোনার দোকানের পক্ষ থেকে ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, গত মাসের শেষে ভবানীপুরের লি রোডে একটি মলের ভিতর সোনার দোকানে যান এক মহিলা। সুবেশা ওই মহিলাকে দোকানের কর্মীরা যথাযথ অ্যাপায়নও করেন। এরপর তিনি দোকান ঘুরে ঘুরে সোনার গয়না সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। শেষে বলেন, একটি সোনার চেন কিনবেন তিনি। অনেকগুলি সোনার চেন তাঁকে দেখানো হয়। তার মধ্যে থেকে একটি চেন তিনি পছন্দও করেন। তার দাম নির্ধারিত হয় ৫৫ হাজার ৮০৭ টাকা। তিনি দোকানের কর্মীদের জানান, অনলাইনে টাকা মেটাতে চান। এতে কর্মীরা রাজি হলে তিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন। এর পর অনলাইনে লেনদেনের উদ্যোগও নেন তিনি। কাউন্টারে গিয়ে তাঁর মোবাইল দেখান। মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে যে, টাকার লেনদেন হয়েছে। তাঁর ব্যাংক থেকে ওই সোনার মূল্য পৌঁছে গিয়েছে দোকানের অ্যাকাউন্টে। এরপরই ওই মহিলা জানান, তিনি খুবই তাড়ায় রয়েছেন। মহিলার চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে দোকানের কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। তাঁরা নিজেদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা না করেই মহিলাকে বিশ্বাস করে তাঁকে যেতে বলেন। কিন্তু ওই দোকানের কর্মকর্তাদের অভিযোগ, প্রায় দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরও তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি ওই টাকা। এরপর দোকানের ইনভয়েসের কপি বের করে খোঁজা হয় মহিলার ঠিকানা। সেখানে দেখা যায় রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় রাজা বসন্ত রায় রোডের একটি ঠিকানা দিয়েছেন তিনি। এবার প্রশ্ন হল, ওই ঠিকানাটি আসল কি না তা নিয়ে। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, তিনি যে মোবাইল নম্বরটি দিয়েছেন, সেটি খোলাই ছিল। সেখানে দোকানের কর্মীদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তিনি জানিয়েছিলেন, টাকা অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। কোনও কারণে সময় লাগছে। আবার এই বিষয়ে তাঁদের হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটও হয়। যদিও ওই মোবাইল নম্বরটি ঘিরেও দোকানের কর্মীদের এখন বিস্তর সন্দেহ রয়েছে। দোকানের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে মহিলাকে শনাক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুই দশকের জট কাটিয়ে অবশেষে সংস্কারের পথে ল্যান্সডাউন বাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে অবসান ঘটতে চলেছে ২০ বছরের দীর্ঘ জটিলতার। চলতি মাস থেকেই শুরু হতে চলেছে দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ল্যান্সডাউন মার্কেটের সংস্কার কাজ। কলকাতা পুরনিগমের তিন মেয়র পারিষদের সক্রিয় হস্তক্ষেপেই এই অচলাবস্থা কাটল।

দীর্ঘদিন ধরে ন'জন ব্যবসায়ীর মামলার কারণে থমকে ছিল প্রকল্প। আদালতের রায় অপেক্ষায় থেকে নানা দাবি-দাওয়ায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন ব্যবসায়ীরাই। এতে ডেভেলপার সংস্থা ও পুরনিগম উভয়ই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে। সমস্যায় পড়েন প্রায় ৩০০ জন দোকানদার। প্রথম দফায় অস্থায়ী ভাবে সরিয়ে কাজ শুরু হলেও দ্বিতীয় দফায় ফের জট তৈরি হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার পুরভবনে জরুরি বৈঠক হয়। এর পরদিন বুধবার তিন মেয়র পারিষদ; আইন বিভাগের বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, আলো বিভাগের সন্দীপরঞ্জন বকসি ও বাজার বিভাগের আমিরউদ্দিন ববি স্বয়ং ল্যান্সডাউন মার্কেটে যান। সরেজমিনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন, সমস্যা বুঝে বিকল্প ব্যবস্থা ও স্থায়ী দোকানের প্রতিশ্রুতি দেন। মেয়র পারিষদ আমিরউদ্দিন ববি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই সমস্যা মেটানো হয়েছে। দোকানের চাবিও জমা দিয়েছেন বিরোধী ব্যবসায়ীরা। ২১ তারিখ চুক্তি সম্পন্ন করে কাজ শুরু করব। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পুরনো বাজার ভেঙে সেখানে গড়ে উঠবে ন'তলা ভবন। প্রথম কয়েকতলায় থাকবে আধুনিক বাজার ও পার্কিং। উপরতলার ফ্লোর বিক্রি বা লিজ দেবে ডেভেলপার। ব্যবসায়ীদের স্থায়ী দোকানের নিশ্চয়তা থাকছে। দুই দশক পরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে পুরনো ও আধুনিকের মেলবন্ধনে নতুন করে গড়ে উঠতে চলেছে ল্যান্সডাউন মার্কেট।

পিএমএলএ আইনে ১২.৩৩ কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালান্স সংযুক্ত করল ইডি: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের দু'জন ব্যক্তি ও চারটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের মোট ১২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের ব্যাংক ব্যালান্স সাময়িকভাবে সংযুক্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতা শাখার ইডি আধিকারিকেরা বৃহস্পতিবার জানায়, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২ অনুসারে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ও মেডিক্যাল কলেজগুলি বেশ কিছু অস্বচ্ছ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই সূত্র ধরেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে এই বিপুল অঙ্কের টাকা সংযুক্ত করা হয়। ইডি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় আরও কিছু ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর্থিক স্বচ্ছতা ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভিযোগ উঠে আসছে।

অবশেষে নামল স্বস্তির বৃষ্টি, ভিজল মহানগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভ্যাপসা গরম থেকে অবশেষে স্বস্তি। বিকেল হতেই নামে বৃষ্টি, দোসর বিক্ষিপ্ত শিলাবৃষ্টিও। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে গরম ছিল জেলায় জেলায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সত্যি করে বৃষ্টি নামল কলকাতার আশপাশের জেলাগুলিতে। মেঘের দেখা মেলে কলকাতার আকাশেও। রাত বাড়তে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে শুরু হয় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ছিল ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়াও। বৃষ্টির দেখা মিলল কলকাতার কিছু এলাকা-সহ ব্যারাকপুরের দিকে। এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরেই স্বস্তির খবর আগেই শুনিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, বৃহস্পতিবারের পর থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহ জুড়ে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী তিন-চার দিনে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। এর জেরে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। রবিবারের মধ্যে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। বৃহস্পতিবার গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বেশি ছিল বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। কোনও কোনও জেলায় কালবৈশাখীর পরিস্থিতি রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে বৃষ্টি হতে পারে। ৬০ থেকে ৭০

কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে কালবৈশাখীর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। শুক্রবার কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি থাকবে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে। ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে কালবৈশাখীর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার ও রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সোমবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে।

এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হবে উপরের পাঁচ জেলায়। শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। তাপমাত্রাও অপরিবর্তিত থাকবে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বেশি উপরের পাঁচ জেলাতে। দার্জিলিং থেকে মালদহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।

আনিসুর রহমানের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নোটিস নিয়ে প্রশ্ন আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমানের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নোটিস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তাঁর আইনজীবী। আর এ ব্যাপারে আগামী সোমবার জবাব দিতে হবে রাজ্যকে, বৃহস্পতিবার এমনটাই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আদালত সূত্রে খবর, আনিসুর রহমানের আইনজীবীর বক্তব্য, রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত আনিসুর রহমানের বিরুদ্ধে যেদিন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় সেদিন কিভাবে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নোটিস দেয় পুলিশ? সঙ্গে এও বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় রয়েছে। যেখানে এটাকে বেআইনি বলা হয়েছে। পাশাপাশি বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এও বলেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারিতে কোনও ভুল নেই, কিন্তু ওই দিন তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নোটিস দিতে পারে না পুলিশ। রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, এই নিয়ে নির্দিষ্ট বক্তব্য আছে, সেই বক্তব্য জানাতে আদালতের কাছে সময় চায় রাজ্যে। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন রাজ্যের কাছে জবাব তলব কলকাতা হাইকোর্টের।

৯ জুন থেকে শুরু হতে পারে বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন!

পাক সংঘাতে শহিদ সেনানীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আনা হবে প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জুন মাসের ৯ তারিখ থেকে শুরু হতে পারে বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন, অন্তত এমনটাই জানান বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এই গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন চলতে পারে দুই থেকে আড়াই সপ্তাহ। সঙ্গে সূত্রে এ খবরও মিলছে, একাধিক বিল পেশ করা হবে সেই অধিবেশনে। সঙ্গে ভারত পাকিস্তান সংঘাতে প্রাণ হারানো জওয়ান ও বীর সেনাদের কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানাতে প্রস্তাব আনা হবে বিধানসভায়। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশনে রাজ্য সরকার একাধিক বিল আনতে চলেছে বলে খবর। রাজ্যপালের কাছে যাওয়া একটি বিল বিধানসভায় আসতে চলছে। এছাড়াও অনেকগুলি নতুন বিল পেশ করা হবে। সেইগুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জুন মাসের ৯ তারিখ থেকে গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তা দুই আড়াই সপ্তাহ চলতে পারে। রাজ্যপালের থেকে একটি বিল আসবে। এছাড়াও কয়েকটি বিল পেশ করা হবে। সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি স্পিকার জানিয়েছেন, ভারত পাকিস্তান সংঘাতের আবহে দেশের কয়েকজন সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যরা প্রাণ বাজি রেখে দেশের জন্য লড়াই করেছে। নিহত জওয়ানদের স্মৃতিতে ও অন্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব আনা হবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শেষ বাজেট অধিবেশনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিধানসভা। বিভিন্ন ইস্যুতে বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিধায়করা। বাজেট অধিবেশনের প্রথম দফায় কাগজ ছিড়ে ৩০দিনের জন্য সাসপেন্ড হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১১ মার্চ ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা। স্পিকারের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিধানসভার কার্যবিবরণী ছিড়ে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি।

সম্পাদকীয়

একটা রামমন্দির বা একটা জগন্নাথ মন্দির কি আমাদের জীবনের সমস্যাগুলিকে দূর করতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দিঘায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা এক আশ্চর্য পদক্ষেপ। এক জন করদাতা নাগরিক হিসাবে একে মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে। রাষ্ট্রের দ্বারা বা শাসকের দ্বারা কোনও রকম ধর্মীয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠাই সমর্থন করতে বাধে; তা সে রামমন্দির হোক বা জগন্নাথ মন্দির। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ভাল হিন্দু হয়ে লড়ার কৌশলটা কোনও দিনই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এই দুই ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অমোঘ কবিতার পঙক্তি মনে পড়ে, 'আপনারে স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নয়।' বাংলা-সহ গোটা ভারতের মানুষেরই যা অবস্থা, তাতে কোনও শাসককেই মন্দির মসজিদ গির্জা তৈরির জন্য শক্তি ব্যয় বা সংরক্ষণের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা মানায় না। ধর্ম দিয়ে ধর্মের উগ্রতাকে খণ্ডন করা যায় না। ধর্মের সঙ্গে এক সময় শাসকের সংযোগ থাকত। কারণ এখানে পুরোহিত এবং ইউরোপে চার্চ রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু যদি ধরে নিই, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, তা হলে, সব মানুষের ধর্মযাপনকে মেনে নিলে, রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম নেই রাষ্ট্রধর্ম ছাড়া, এ কথাই মেনে চলা উচিত। সেখানে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরাও যদি ছোটখাটো ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী হয়ে যাই, তা হলে বিরোধিতা করে আর লাভটা কী হল? বিজেপির বিরুদ্ধে এখানে সকলের ঐক্যবদ্ধ লড়াই দরকার। কিন্তু রামমন্দিরের জবাব জগন্নাথ মন্দির, সন্তোষী মায়ের মন্দিরের জবাব শীতলা মন্দির, এ রকম করে চলতে থাকলে, শেষ পর্যন্ত বিরোধের জায়গাটা আর থাকবে কোথায়? হতে তো পারত দিঘায় একটা উন্নত মানের হাসপাতাল, একটা বিশাল লাইব্রেরি, বা একটা উন্নত মানের মানমন্দির, আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র, সমুদ্র সংক্রান্ত গবেষণাগার, কিন্তু মন্দিরই গড়তে হল? একটা রামমন্দির বা একটা জগন্নাথ মন্দির কি আমাদের জীবনের সমস্যাগুলিকে দূর করতে পারে? না কি এ শুধুই শাসকশক্তিগুলির একে অপরের সঙ্গে ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই?

শব্দবাণ-২৭৫

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.প্রখর — আকাশ তৃষ্ণায় কাঁপে ৪. টাকা ৫. ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন ৭. পদ্ম ৯. কালো নয় ১১. শ্রীকৃষ্ণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মুনি ২. ব্যর্থ, বিফল ৩. আহারের শক্তি হারানো ৬. মহান, মর্যাদাশীল ৮. সোজা ১০. অসার, বাজে।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৪

পাশাপাশি: ১. পজঝটিকা ৩. অনল ৫. টনিক ৭. রনপা ৮. বুহিত ১০. তারামণ্ডল।

উপর-নীচ: ১. পবন ২. টিকিটবাবু ৩. অধীর ৪. লক্কাপায়রা ৬. কপোত ৯. হিল্লোল।

জন্মদিন

আজকের দিন

নটবর সিং

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নটবর সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৭৮ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাসের জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভিকি কৌশলের জন্মদিন।*

ওয়াকফ নিয়ে এত অশান্তি নেপথ্যে কি সেই ধর্মাশ্রিত রাজনীতি?

কাজি মাসুম আখতার

'এই বাংলায় নয়,ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করার ইচ্ছে হলে দিল্লি যান! ওয়াকফ সংশোধনী আইন দিল্লির কেন্দ্র সরকার করেছে! এখানে গুলোগুলি করবেন না ! যদি করেন আমার চেয়ে বড় আপনাদের শত্রু আর কেউ হবে না' — বক্তা স্বয়ং মমতা ব্যানার্জী। ক'দিন আগে মুর্শিদাবাদের সূতিতে প্রকাশ্য জনসভায় ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তার এই ব্যাতিক্রমী হুঁশিয়ারী ভাষণ শুনলাম । জানি না, দিঘায় সদ্য জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করেই এতদিন পর ওয়াকফ আন্দোলনের বলি সমশেরগঞ্জের হিন্দু অত্যাচারিতদের পাশে থেকে 'হিন্দু ভোট'কে বার্তা দিতেই মাননীয়ার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কি-না! এত পরিশ্রম করেও ২০২৬-এর বিধানসভায় হিন্দু ভোট শুভেন্দুদের থেকে ছিনিয়ে যদি নাই নেওয়া গেল — তাহলে এত খরচ করে মন্দির বানিয়ে কি লাভ হল?

আর মুসলিম ভোট তো সব সময় পকেটেই থাকে! এইটুকু হুমকিতেই পকেট ছিঁড়ে যায় না-কি? ঠিক সময় মতো মলম দিয়ে দেব! ওরা একটু ট্যা-ফুঁ করলে প্রয়োজনে আবার দাঙ্গার ভয় দেখিয়ে দেব ! অথবা ওদের দাঙ্গা করার সুযোগ করে দেব ! যেমনটি সম্প্রতি সমশেরগঞ্জে করিয়ে দিলাম! সাধে কি ওদের ক্ষ্মদুধেল গাইক্ষ্ম বলেছি! ওরা কিন্তু শব্দবন্ধটি খুব আপন করে নিয়েছে! 'আত্মসম্মান' শব্দটি ওদের অভিধানে আছে না-কি ? থাকলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ হতো! তাই 'আমার চেয়ে বড় শত্রু কেউ হবে না' বললেও আমার ভোট মার যাবে না! — মাননীয়া বোধহয় এই সবই ভেবেছেন! তাই দুধেল গাই-দের সিএএ,এনআরসি ইস্যুতে আন্দোলন করতে দিল্লি যেতে বলেন নি ! আবার তিনি নিজে এক'শ দিনের কাজ বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যুতে দিল্লি না গিয়ে কলকাতায় আন্দোলন করে মোদিকে বার্তা দিতে খুব ভালোবাসেন। মাননীয়া সম্ভবত ওয়াকফ আন্দোলনকারীদের দিল্লি খেদিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন — ১) তাদের প্রতি চূড়ান্ত অমর্যাদা প্রদর্শনকে পুনঃনবীকরণ করে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে নিজের মুসলিম তোষণকারীর তকমায় কিছুটা প্রলেপ লাগানো ২) মাননীয়ার কথায় ক্ষেপে উঠে তারা যদি সত্যিই দিল্লিতে গিয়ে অভ্যাসগত কারণে আন্দোলনের নামে হল্লা শুরু করে এবং মোদির পুলিশের হাতে প্রবল পেটানি খেয়ে বাংলার ফিরে আসে — তাহলে তাদের নিয়ে মোদি হটানোর রাজনীতি খুব ভালোভাবে করা যাবে !

ধরে ফেলেছি বুঝে দিদি নিশ্চয়ই মুচকি হাসছেন! কিন্তু তিনি জানেন,আমাদের মতো কুৎসা পক্ষের মানুষজন খুঁচিয়ে যতই ঘা করুক না কেন,তার ভোট কাটার ক্ষমতা আমাদের নেই । যদিও মাননীয়ার মন্তব্যে দীর্ঘদিন পর তাঁর প্রিয়জনেরা সম্প্রতি দৃশ্যতই বেশ ট্যা-ফুঁ করছে দেখলাম ! কিন্তু করলে কি হবে? 'এই বিজেপি এসে গেল' বলে ক্ষুধার্ত কাকের (দুধেল গাই) সামনে একটু ছোলা ছড়িয়ে দিলেই যে কেল্লা ফতে! ওদের জন্য বিকল্প রাজনৈতিক দল কোথায়? তাই কুছ পরোয়া নেহি! দিনের শেষে ভোট যে পড়বে মাননীয়ার ব্যাঙ্কেই। মাননীয়া আরও জানেন,এই ভোটের স্বার্থে ঠিক কখন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করে চুপ থাকতে হয় । তাই তাঁর প্রিয় মুসলিম নেতা মন্ত্রী মায় ধর্মীয় মাতব্বরেরা প্রশ্রয়ে ডগমগ হয়ে যখন কেউ বলেন—রাজ্যের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কেটে ভাগীরথীতে ফেলে দেব বা দুর্ভাগাদের (অমুসলিমদের) কোরান পড়িয়ে ইসলামে আনবো ইত্যাদি। তখন তিনি কিন্তু একেবারে চুপ!

মাননীয়া এখন তার প্রিয় দুধেল গাই-দের দিল্লি যেতে বলছেন! কিন্তু বিগত ছয় মাস ধরে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে তার নেতা-মন্ত্রী,সঙ্গী-সাথীদের নেতৃত্বে কলকাতাকে অচল করে একাধিক মহাসমাবেশ তাহলে কিভাবে হয়ে গেল? খোদ কলকাতায় গাড়ি থেকে গেরুয়া পতাকা নামিয়ে তারা রাজনৈতিক,সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারল কার প্রশ্রয়ে? শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদের সঙ্গে পেশী আস্ফালনের চিত্র আমাদের চোখে কিভাবে ধরা পড়ল? মাননীয়া তার অনুমতি দিলেন কেন ? মাননীয়া নিজেই তো নেতাজি ইনডোরে হাজার হাজার ভাতা প্রাপক ইমামদের নিয়ে ওয়াকফ বাঁচানোর সমাবেশ করলেন। প্রশ্ন এই সভা উনি তো দিল্লিতে গিয়েই করতে পারতেন ? শুধু তাই নয় , ক্ষ্মইসলাম খ্যাতরে পে ক্ষ্ম স্লোগান দিয়ে গত ২০ ডিসেম্বর রানী রাসমণি রোডে ত্বহা সিদ্দিকীদের বিশাল সমাবেশে বক্তা ইমামরা জেহাদের বাণী শুনিয়ে অসচেতন ধর্মপ্রবন শ্রোতাদের থেকে জানতে চাইলেন — কারা কারা আল্লার সম্পত্তি ওয়াকফ রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে চান, তারা হাত তুলুন? যা উদ্বেগের সঙ্গে আমরা সকলেই শুনেছি ! মাননীয়া কি শোনেন নি?

লাগাতার এহেন প্রশ্রয়ের কুফলস্বরূপ যা হবার অবশেষে সেটাই হল। ঠিক তার কিছুদিন পরেই মুর্শিদাবাদের সমশেরগঞ্জ, সূতি, জঙ্গিপুর ইত্যাদি জায়গা জুড়ে ওয়াকফ আন্দোলনের নামে নজিরবিহীনভাবে নিরীহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর জঙ্গি সুলভ হিংসা দেখলাম। এটি কি শুধুই কাকতালীয়? এর দায় কার? যারা ওয়াকফের জন্য প্রাণ দিতে পারে--তারা কারও প্রাণ নিতেও যে পারে! এবার সেই প্রাণ নেওয়া হিংসার দৃশ্যে একটু আসি!

ওরা মিছিল করে সশস্ত্র হয়ে কেন ধেয়ে আসছে? ওদের ওয়াকফ সম্পত্তি না-কি কেন্দ্রের মোদি সরকার আইন করে লুটে নিচ্ছে! কিন্তু তাতে আমাদের কি অপরাধ? তখনও ওরা বুঝতে পারেন নি যে, ওদের অপরাধ--ওরা অন্য ধর্মের! তবে কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ বিধর্মী পর্যটকদের গণহত্যা করতে যেমন কলেমা পড়তে পারে কি-না যাচাই করা হয়েছিল,এখানে তেমনটির প্রয়োজন হয় নি! কারণ স্থানীয়রা যে সবাইকে চেনেন। তাই তো বেছে বেছে শুধু কয়েক'শ বিধর্মীদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট আক্রমণ করা হল। এমনও অভিযোগ যে বাড়ির মহিলাদের না-কি শর্ত দেওয়া হয়েছিল — যদি মুক্তি চাও, নিজের শরীর আমাদের হাতে সঁপে দাও!

কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধেয়ে এল ইট পাথর, লাঠি, ছুরি, রড ! ভাঙা শুরু হল ঘরের দরজা! দোকানপাটে শুরু হল ভাঙচুর,লুটপাট! অগ্নিসংযোগ! বাঁচলো না এম্বুলেন্স,এমনকী,মন্দিরও। উল্লেখ্য যে,মাথায় টুপি দিয়ে ধর্মীয় স্লোগান আউড়িয়ে যারা বেছে বেছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর বর্বরোচিত হামলা সংঘঠিত করল, তাদের বেশির ভাগের বয়স যে মাত্র পনের,কুড়ি ! যাদের কিছু জন চেনা,স্থানীয়! কিন্তু বাকিরা? সম্পূর্ণ অপরিচিত! তাহলে ওরা কি ছিল ভাড়া করা দাঙ্গাবাজ? এত কিছু ভাবতে না ভাবতেই ওই হিংস্র জানোয়ারের দল ঘরের মধ্যে ঢুকে সব কিছু ভেঙেচুরে লুটপাট করতে শুরু করে দিল। ঘরের মহিলারা নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে ছাদের ছোট্ট কুঠুরিতে লুকিয়ে তখন ঠকঠক করে কেঁপেই চলেছে! স্থানীয় থানা ফোন তুললেই শুনছে শুধু আর্তনাদ -- বাঁচান, বাঁচান! ওরা যে মেরে ফেলবে!

কিন্তু অসহায় পুলিশ যেন নিশ্চল, ঠুঁটো জগন্নাথ! কোনও নির্দেশে কি? না কি শুধুই আতঙ্কে! নিরীহ প্রতিমা শিল্পী হরগোবিন্দ, চন্দনদের তখন থেঁতলে মারার জেহাদ চলছে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব লীলা চলার পর পুলিশের ভয়ার্ত উত্তর পেল ওই অসহায়রা— 'আমরা কি করে আপনাদের বাঁচাতে যাব! আমরা নিজেরাও যে এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি!' অবশেষে নেতিয়ে পড়ল চন্দনদের প্রাণহীন দেহ! অবশেষে আতঙ্কিত, অত্যাচারিত কয়েক'শ পরিবার গৃহছাড়া হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল অন্য জেলায় বা রাজ্যে!

এই ক'দিন আগে ঘটা মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ,সূতি, জঙ্গিপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এহেন ধর্মীয় জঙ্গীপনা যে আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে! এত ভয়ঙ্কর না হলেও রাজ্যের অন্যত্রও চলেছে বিক্ষোভের নামে উন্মত্ততা! অথচ প্রতিকার নয় — দেখলাম, রাজ্য জুড়ে হল শুধু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি পারস্পরিক দোষারোপের পালা আর সঙ্গে অবশ্যই সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বর্ষণ। এবার এত ঘৃণা বর্ষণের উৎস সন্ধানে যাওয়া যাক —

এই সব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ,বিক্ষোভ ,মিছিল,হিংসা, খুনের নেপথ্যে রয়েছে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের উপর তৈরি একটি সংশোধনী বিল। যা গত এপ্রিল,২০২৫-এ লোকসভা ও রাজ্যসভায় সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়ে ওয়াকফ অ্যামেন্টমেন্ট আইন,২০২৫-এ পরিণত হয়েছে । যার পুরো নাম ইউনিফায়েড ওয়াকফ, ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট। এক কথায় 'উম্মীদ'। বাংলায় যার অর্থ 'আশা'। নতুন ভোর। নতুন স্বপ্ন।

ইসলামিক আইনে এই 'ওয়াকফ ' আসলে কোনও মুসলিম কর্তৃক তার স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তিকে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে দান । যা হস্তান্তর,বিক্রি না পরিবর্তন করা যায় না । আল্লা যেমন চিরস্থায়ী, ওয়াকফ ঠিক তেমনই চিরস্থায়ী। এক্ষেত্রে ওয়াকফ দানকারী ক্ষ্মওয়াকিফ ক্ষ্ম তার ওনারশীপ স্থায়ীভাবে আল্লার কাছে সমর্পণ করে । যে সম্পত্তি থেকে লাভবান হবে গরীব অনগ্রসর মুসলমানরা।

তাহলে প্রশ্ন, এই ওয়াকফের সংশোধনী এনে সরকার পক্ষ এত সমালোচনার মুখে পড়ল কেন ? কেনই-বা এত হিংসা, উত্তেজনা,গেল গেল রব? তাই প্রথমেই দেখা দরকার — এই আইনের প্রাসঙ্গিকতা তথা উপযোগিতা মূল্যায়নে সরকার কি জানিয়েছে —

১) এই আইন ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনবে ।

২) ওয়াকফ সম্পত্তিতে যথাযথ হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের অভাব দূর হবে ।

৩) ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক অদক্ষতা নির্মূল হবে।

৪) কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করবে ।

৫) বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে একটি কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে দেশের সমগ্র ওয়াকফ সম্পত্তিকে ট্রাক করা হবে ।

৬) সম্পত্তির যথার্থ সনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

৭) ওয়াকফ সম্পত্তির দখলদারিত্বের প্রশ্নে দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা অমীমাংসিত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হবে।

৮) সেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি প্রকৃত ওয়াকফের আর কোনটি নয়-- তার মূল্যায়নে এতদিন ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ও সার্ভে কমিশনার যে ক্ষমতা ভোগ করছিলেন-- এখন থেকে জেলা কালেক্টর সেই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন ।

৯) ওয়াকফ সম্পত্তির নিশ্চিতকরণে ওয়াকফ বোর্ড এতদিন যে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিল — তাতে লাগাম পরানো হবে। বিশেষ করে ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারার সুযোগ নিয়ে বোর্ড যেভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্বেগ বাড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা সরকারি সম্পত্তিকে ইতিমধ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে — তা রোধ করা হবে । অভিযোগ, দেশে মোট ৫৯৭৩ টি সরকারি সম্পত্তিকে ওয়াকফ বোর্ড ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে ওয়াকফ করেছে। তামিলনাড়ুর তিরুচেনহুরাই, বিহারের গোবিন্দপুরে, কেরালার আর্নাকুলামে বা কর্নাটকের বিজয়পুরায় এভাবেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ওয়াকফ করার অভিযোগ উঠেছে ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে।

১০) অপরদিকে দেশজুড়ে প্রকৃত ওয়াকফ সম্পত্তি, যা মূলত মুসলিম সমাজের ক্ষমতাশালী কায়েমী স্বার্থবাদীরা কুক্ষিগত করে রেখেছে — তা উদ্ধার করে সেই সম্পত্তি প্রকৃত বেনিফিসারি পশ্চাদপদ বা পাসমন্দা মুসলমানদের হিতে ব্যবহার করা হবে। কিভাবে? তার ব্যাখ্যা এই আইনে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে কেবল পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ পসমন্দা মুসলমানদের শিক্ষা,সামাজিক মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে এই ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় বা রাজস্ব ব্যয়িত হবে। বিশেষ করে,মুসলিম নারী ও শিশুদের এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেমন, তালাক ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রদান, মহিলাদের জন্য স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠন,তাতে অর্থদান,মহিলাদের বৃত্তি দান,তাদের ক্ষুদ্র শিল্প ও স্বরোজগারে ঋণ দান ,তাদের আইনি সহায়তা দান, অসহায় মহিলাদের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সহায়তা দান ইত্যাদি কল্যাণকর কাজে ওয়াকফের অর্থ ব্যয়িত করার 'আশা' এই 'নতুন উম্মীদ আইন'এ উল্লিখিত রয়েছে।

১১) দেশের ৩২-টি ওয়াকফ বোর্ডের হাতে থাকা প্রায় নয় লক্ষ একর পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী আয় বা রাজস্ব বৃদ্ধি করে,সেই আয়কে প্রকৃত প্রাপকদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচীর আওতায় আনা। উদাহরণস্বরূপ ২০০৬ সালের সাচার কমিটির রিপোর্টকে দেখানো যেতে পারে। যেখানে বলা হয়েছে সারা দেশে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আয় হয়েছে মোট ১৮৩ কোটি টাকা । অথচ আয় হওয়ার কথা ছিল বারো হাজার কোটি টাকাও বেশি। সহজেই অনুমেয় যে ২০০৬ সালে ওয়াকফ থেকে যদি এহেন বিপুল আয় হওয়ার কথা হয় ,তাহলে ২০২৫-এ এই আয়ের পরিমাণ কত লক্ষ কোটি হওয়া উচিত! ওয়াকফ থেকে উপযুক্ত আয় বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এতদিনকার বস্তাপচা নিয়মের বা আইনের সংস্কারেরও প্রয়োজন রয়েছে। যা এই সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় , ওয়াকফ সম্পত্তির উপর গড়ে তোলা কোনও দোকান বা বাড়ি থেকে এক'শ বছর আগে ১০ টাকা ভাড়া নেওয়া হতো । আজও সেই প্রথা মেনে ১০ টাকাই ভাড়া নেওয়া হয় । অথচ আজকের বাজার দর অনুযায়ী ওই ভাড়া হওয়ার কথা কয়েক লক্ষ টাকা । সাচার কমিটির রিপোর্টে ওয়াকফ থেকে আয় বৃদ্ধির এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সুপারিশ করা হয়েছে। আরও উদ্বেগের যে ,এই রিপোর্টে উল্লেখিত রয়েছে,পশ্চিমবঙ্গে মোট ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা ১,৪৮,২০০টি। অথচ ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড উক্ত বিপুল সম্পত্তির মধ্যে মাত্র প্রায় কুড়ি হাজার ওয়াকফ সম্পত্তিকে এনরোলমেন্ট বা রেজিস্ট্রেশন করতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ সহজেই অনুমেয় বাকি বিপুল সম্পত্তি থেকে আয় তো দূরের কথা, সেগুলি জবরদখল থেকে উদ্ধার করতেও বোর্ড নগ্নভাবে অসফল থেকেছে। বাস্তবে সারাদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যে ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠের ভরকেন্দ্র — তা সাচার কমিটি রিপোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে,মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই মাননীয়া জানিয়েছিলেন যে বাম আমলের নেতারা এক'শ কোটির টাকারও বেশি ওয়াকফ লুঠ করেছে । সিবিআই করে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে মুসলিম সমাজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । কিন্তু বাস্তব হল,পুরানো লুঠ হয়ে যাওয়া ওয়াকফ উদ্ধার তো দূরের কথা, তার রাজত্বকালে তার আশীর্বাদ ধন্য মুসলিম সমাজের অসৎ সামাজিক,ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান জীবিকাই হল ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠ। যার অর্থমূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। আরও লজ্জার যে,এই ওয়াকফ লুঠের ষড়যন্ত্রে যুক্ত খোদ ওয়াকফ বোর্ড, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ও ওয়াকফ সার্ভে কমিশনার। অর্থাৎ রক্ষকই এখানে ভক্ষকের ভূমিকায়। কিছু অসাধু মোতোয়াল্লি (ওয়াকফ ম্যানেজার)-র সঙ্গে যোগসাজশে এই রাজ্যে যে পুকুর চুরি হচ্ছে, তা ভুক্তভুগী-মাত্রই অবগত আছেন। উপরন্তু ভোট রাজনীতির অনিবার্যতায় মুসলিমদের ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিতে এবং মুসলিম সমাজে প্রভাবশালী ইমাম,মোয়াজ্জেমদের ভোটের কাজে লাগাতে, ওয়াকফ থেকে যে সামান্য আয় হয়, তা থেকে ভাতা দেওয়ার নিয়ম বহির্ভূত অপচেষ্টা পুরোদমে চলছে। অর্থাৎ ওয়াকফের অর্থ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে আসল প্রাপকরা। একই চিত্র কমবেশী সারা দেশেই।

১২) কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডকে পুনরুজ্জীবিত করতে শিয়া,সুন্নি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করে স্বচ্ছতার স্বার্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্বকে মান্যতা দিতে বিশেষ করে আধিকারিক স্তরে ন্যূনতম দুই জন অমুসলিম ও দুই জন মহিলা সদস্য নিযুক্ত করার বিধি এই আইনে উল্লেখিত হয়েছে। যদিও কাউন্সিল বা বোর্ডে মহিলা সদস্যা রাখার বিষয়টি ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনেও উল্লেখিত ছিল।

১৩) সর্বোপরি, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ছয় মাসের মধ্যে জেলা কালেক্টরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ওয়াকফের সকল দাবিদারগণ ওয়াকফের অনুকূলে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি প্রদান করে ওয়াকফ সম্পত্তির রেজিস্ট্রিকরণ করাবে। যাতে করে প্রমাণ হবে কোন সম্পত্তি ওয়াকফের আর কোনটি নয় । বিতর্ক থাকলে আবেদনকারীগণ উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে।

তাহলে প্রশ্ন,এই নতুন সংশোধনী আইনকে নিয়ে সারা দেশে,বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এত বিরোধীতা,বিক্ষোভ কেন? কেনই-বা এই সাম্প্রদায়িক হিংসা ? কারা করছে? নেপথ্যে কারা? কোন স্বার্থে? প্রশ্ন — এই 'উম্মীদ' বা 'আশা' তাহলে কি দেশের অনগ্রসর,প্রান্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সত্যিই নিরাশ করেছে? না-কি নিরাশ করেছে কায়েমী স্বার্থবাদী ওয়াকফ লুটেরাদের? না-কি এই আইন অস্ত্র হয়েছে রাজনৈতিক কারবারিদের? যারা মোল্লাতন্ত্রকে উসকিয়ে দিয়ে ধর্মান্ধ অসচেতন মুসলিমদের আতঙ্কিত করে ভোটের রাজনীতি করতে চাইছে!

তাহলে কোনটি ঠিক? কিছুদিন আগে এভাবেই সিএএ ইস্যুতে মুসলিমদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে ভোটের বৈতরণী পার করেছিল,রাজ্যে মুসলিম ভোটের উপর ভর করে ক্ষমতায় টিকে থাকা শাসক দল। তখন ছিল মুসলিমদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করার ইস্যু। আর এখন তাদের ধর্মীয় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ইস্যু।

অপরদিকে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে — এই আইন আসলে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রিত করার নামে সুকৌশলে ওয়াকফকে লুঠে নেওয়ার গভীর চক্রান্ত । যার মূলে রয়েছে খোদ সরকার তথা কেন্দ্রের শাসক দল । এই আইনের মাধ্যমে তারা যেমন একদিকে খুব সহজে ওয়াকফ সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয়করণ করে তার যথেচ্ছাচার করবে , অন্যদিকে তাদের পরম মিত্র শিল্পপতিদের হাতে ক্ষ্মপড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা ক্ষ্ম স্বরূপ এই ওয়াকফ সম্পত্তিকে অতি জলের দরে তুলে দিয়ে নিজেদের পকেট ও পার্টি ফান্ডকে গরম রাখবে! সেক্ষেত্রে প্রকৃত ওয়াকফ বেনিফিসারি মুসলিমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে ক্ষ্মওয়াকফ বাই ইউজারক্ষ্ম অর্থাৎ দীর্ঘ যুগ ধরে কোনও কাগজপত্র ছাড়াই যেভাবে মুখে মুখে ওয়াকফ সম্পত্তি শীলমোহর পেয়েছে — তার কি হবে ?

সেক্ষেত্রে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ১৪ ধারা , ১৬ ধারা,২৫ ধারা ,২৬ ধারা বা ৩০ ধারার চূড়ান্ত অবমাননা হবে না ? তাছাড়া এই আইন বলবৎ হওয়ার পর দেশের কোণে কোণে বিদ্যমান অজস্র ওয়াকফ সম্পত্তির কোনটি ওয়াকফ আর কোনটি নয় — এ নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হবে । প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি তাহলে কি হাতছাড়া হবে ! ফলস্বরূপ ওয়াকফের নামে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বহু পুরানো কবরস্থান, মসজিদ, দরগা, ঈদগা ইত্যাদি মুসলিমদের অধিকার থেকে কি সরে যাবে! অনেকে আশঙ্কা করছে মুসলিমদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে জোর করে হস্তক্ষেপ ইস্যুতে যে তুমুল বিতর্ক বা মামলা-মোকদ্দমা শুরু হবে — তা নিয়ে দিনের শেষে আগামীতে একাধিক জায়গায় হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হতে পারে! যাতে চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হবে মূলত বিপথগামী মুসলমানরাই। যার ছোট্ট নমুনা সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সমরেশগঞ্জের ঘটনা।

তাই প্রশ্ন, এই আইন মুসলিমদের প্রাপ্য আইনের রক্ষাকবচকে কোনও ঘৃণ্য স্বার্থে কি সত্যিই উলঙ্ঘন করেছে? না-কি এতদিন ধরে দেশ বা রাজ্যজুড়ে মোল্লা,মাতব্বরের দল, যারা নীরবে, নির্বিঘ্নে ওয়াকফ সম্পত্তিকে লুঠ করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে, এই সংশোধনীতে তাদের স্বার্থহানী ঘটেছে?

এই পরম্পরাকে চালিয়ে যেতে পারে ,তারাই কি রাজনীতির কারবারিদের ইন্ধনে এবং অসচেতন,অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ,কর্মহীন তরুণদের ধর্ম ও অর্থের টোপ দিয়ে এহেন অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে? কোনটি সঠিক? তা আগামী বলবে। আদালত বলবে। ততদিন না হয় অপেক্ষায় থাকি। হ্যাঁ,সকল হিংসা ও রাজনীতি পরিহার করে। আইনের পথে। আইনের সাথে। সবচেয়ে উদ্বেগের যে, বিতর্ককারীরা এতদিনের অব্যবস্থা দুর করে ওয়াকফ কিভাবে স্বচ্ছ, সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে অসহায় প্রাপকদের হিতে না নিয়ে ভাবিত নয় ! তাদের যত হুল্লোড় ওয়াকফ কাউন্সিল ও বোর্ডে কেন অমুসলিম সদস্য থাকবে ,কেন সরকারের অধীনে থাকা জেলা কালেক্টরকে ক্ষমতা প্রদান করা হবে ইত্যাদি প্রশ্নে !তাদের মূল আতঙ্ক এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার মুসলমানদের ওয়াকফ লুটে নিতে বা সরকারিকরণ করতে চক্রান্ত করছে।

প্রশ্ন, এই ওয়াকফ দরদিরা স্বাধীনতার ৭৭ বছর ধরে ওয়াকফ বিশৃঙ্খলা ও লুঠ দেখেও চুপ ছিলেন কেন? কেন এত বিপুল পরিমানের ওয়াকফ সম্পত্তির আশীর্বাদ থেকে এতদিন ধরে প্রকৃত প্রাপক মুসলমানরা বঞ্চিত হয়েছে? এই বঞ্চনাকারী লুটেরাদের দল ধর্মে মূলত মুসলমান ছিলেন বলে কি এহেন নীরবতা? আল্লার বিধান কি এই নীরবতাকে মান্যতা দেয়? তাহলে মুসলিম হলেই সব পাপ মাপ? প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার এতদিন ধরে এই অন্যায় বরদাস্ত করেছিল কিসের স্বার্থে ? প্রশ্ন করবেন না ? প্রশ্ন করবেন না — কেন পূর্বের সিএএ বিরোধীতা এবং বর্তমানের ওয়াকফ আইন বিরোধীতায় মাননীয়া বিধানসভায় আজও কোনও প্রস্তাব নিলেন না বা আইনগত পদক্ষেপ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন না? এটাই তো ছিল সমস্যা সমাধানে তার প্রধান পদক্ষেপ! অথচ নিজেকে রাজ্য তথা দেশের মুসলিমদের রক্ষাকর্তা বলে সর্বদা দাবি করে তিনি কি নিদারুণ দ্বিচারিতায় শুধু ভোটের খেলা খেলে গেলেন! মুসলিম সমাজের স্বঘোষিত সমাজপতিরা অসচেতন মুসলিমদের এই চালাকি ধরিয়ে দিতে কি ভূমিকা করেছেন?

মুসলিমদের মনে রাখতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এদেশে মুসলিমদের রক্ষাকবচ। তাকে তারা যেন হেলায় না হারায়।

লেখক: ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শিক্ষারত্ন' সম্মাননায় ভূষিত শিক্ষাবিদ

বিএসএফ জওয়ানের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাঙালি বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউয়ের মনোবল ভাঙার কম চেষ্টা করেনি পাক প্রশাসন। এমনকী, সীমান্তে কত বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে, সেই বিষয়েও পূর্ণমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পাকিস্তানে, একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর এমনটাই।

গায়ে হাত না দিয়েও মনে দগদগে ঘা করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। ঘুমাতে না দেওয়া থেকে শুরু করে কটু কথা বলা, অত্যাচার করার জন্য তাঁকে দাঁতও মাজতে দেওয়া হতো না পাকিস্তানে, সূত্রের খবর এমনটাই। ২০ দিনের বেশি পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন পূর্ণম। গত ২৩ এপ্রিল পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক বর্ডার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাক সেনা। ভুল করে পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

জানা গিয়েছে, পাকিস্তানে শারীরিক ভাবে নির্যাতন চালানো হয়নি তাঁর ওপরে। কিন্তু মানসিক ভাবে তাঁকে ভেঙে দেওয়ার একাধিক চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁকে পাকিস্তানের ৩টি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার মধ্যে একটি জায়গা ছিল এয়ারবেসের কাছে। কারণ উড়ানের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। এই তিনটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হয় পূর্ণমের। একটি জায়গায় তাঁকে জেলের সেলের মধ্যে রাখা হয়েছিল। সূত্রের খবর, কোনও উর্দি পরে নয়, সাদা পোশাকেই সীমান্তে বিএসএফ সংখ্যা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পূর্ণমকে। পাশাপাশি চাওয়া হয় কিছু নম্বরও। কিন্তু পূর্ণমের কাছে ফোন না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ পূর্ণমের পরিবার। তাঁর স্ত্রী রজনী বলেন, 'ও শারীরিক ভাবে একদম ঠিক রয়েছে। তবে মনের ওপর চাপ পড়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। এতদিন অন্য দেশে ছিল। তাও আবার পাকিস্তান। অনেকেই সেখানে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে ও আমাকে এসব নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলেনি।'

নৃশংস ভাবে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মঙ্গলকোটের আউগ্রামে। মৃতের পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ, ভাড়াটে খুনি নিয়ে এসে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। মৃতের নাম জাইরুল মল্লিক (৫০)।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, জায়গা জমি নিয়ে জাইরুল মল্লিকের সঙ্গে তাঁর ভাইপো আন্না মল্লিকের কয়েকদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ জাইরুল মল্লিক যখন নিজের বাড়িতে বসেছিল সেই সময় বেশ কয়েকজন ভাড়াটে খুনিকে সঙ্গে নিয়ে জাইরুল মল্লিকের ভাইপো আন্না মল্লিক তাঁর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় এবং নৃশংসভাবে একের পর এক কোপ মারতে থাকে, তাঁকে বাঁচাতে এলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই জাইরুল মল্লিক লুটিয়ে পড়লে সেখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ও তাঁর দলবল। পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় জাইরুল মল্লিককে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। সামগ্রিক ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ।

শেয়ারে বাজারে মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রতারণা, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শেয়ার বাজারের ব্যবসায় বড় অঙ্কের মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার এমনই এক ঘটনা ঘটল হুগলির মগরাতে। অল্প সময়ে স্বল্প টাকা খাটিয়ে বড় অঙ্কের লাভ ঘরে তুলতে এখন অনেকেই বর্তমানে স্টক মার্কেটের দিকে ঝুঁকছেন। বাড়ছে বিনিয়োগ। কেউ করছেন পড়াশোনা, কেউ না করেই লোকজনের কথা শুনে ঢেলে দিচ্ছেন টাকা। তাতেই বাড়ছে বিপদ। আর এখানেই সুযোগ নিচ্ছে প্রতারকের দল।

অভিযোগ, শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে তার মুনাফা দেওয়া হবে এই মর্মে প্রচুর মানুষের থেকে টাকা তোলে ইউনিক মাল্টি ট্রেড প্রাইভেট কোম্পানি নামে মগরার এক সংস্থা। অভিযোগকারীরা বলছেন, বছর খানেক আগে তাঁরা ওই সংস্থার এজেন্টদের কাছে টাকা দেওয়া শুরু করেন। কয়েক মাস টাকা ফেরতও পান। কিন্তু তারপর আর পাননি। অনেকবার বলেও কোনও কাজ হয়নি। এরপর পুলিশের দ্বারস্থ হন আমানতকারীরা। মগরা থানায় দায়ের হয়েছে লিখিত অভিযোগ। রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অফ ইকনমিক অফেন্সের তদন্ত শুরু করে। জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে ওই সংস্থার তরফে। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নামে ওই সংস্থার এক ডিরেক্টরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিনই তাকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়। কোটি টাকা যে তোলা হয়েছে তা এদিন স্বীকার করে নেন সোমনাথ। আদালতে যাওয়ার পথে তিনি বলেন, কোটি টাকা তোলা হয়েছে। তিনি একা নন এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত রয়েছে। তবে তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

বারাবনি এলাকায় পরিদর্শন সেনার, এখনও যুদ্ধ বা জঙ্গি হানার আশঙ্কা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: এ চিত্র বড়ই বিরল। সেনা ছাউনি থেকে প্রায় ১০০কিমি দূরেও সরেজমিনে দেখে গেলেন হাসপাতালের পরিকাঠামো, রাস্তা, ফাঁকা জায়গা, বসতির ঘনত্ব ইত্যাদি।

বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের আর ঝাড়খণ্ড সীমানার বারাবনি থানা এলাকায় ঘুরে বেড়ালেন বেশ কিছু ভারতীয় সেনা আধিকারিক, জওয়ান এবং সেনা বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের আধিকারিক। যদিও পুলিশ বা সেনার তরফ থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি তবে সূত্র মারফত খবর যে আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য সেফ জোন, বা হাইডাউট যাতে সহজে চিহ্নিত করা যায় সে বিষয়ে সেনা একটা রুট ম্যাপ তৈরি করছে। সাধারণত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই সেনাদের সিভিল এলাকায় দেখা যায়। সাধারণদের মধ্যেও এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। বৃহস্পতিবার দিনভর সেনাদের আধিকারিকদের

দেখা যায় বিভিন্ন হাসপাতাল চত্বরে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিদর্শনে। আপাত শান্ত এলাকায় সেনাদের দেখে প্রশ্নের বাণ সাধারণদের। পরে তাঁরা থানায় গিয়েও আলোচনা করেন তবে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের সেপকো টাউনশিপের একটি ভাড়াবাড়িতে রাত বাড়লেই কম বয়সী মহিলাদের আনাগোনা বারে। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতেও দেখা যাচ্ছে গভীর রাতে কম বয়সী বেশ কিছু মহিলা এবং বেশ কিছু যুবক একটি চার চাকার গাড়িতে চাপছে। একজন মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে। যুবতীরা এবং যুবকরা গাড়িতে করে যাওয়ার পর ওই মহিলা আবার ওই ভাড়া বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায় দুর্গাপুর জুড়ে। তারই মধ্যে দুর্গাপুর মহকুমা আদালত ও কলকাতা আদালতের এক মহিলা আইনজীবী অভিযোগ করেন, দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সনের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই ভাড়া বাড়িতে তদন্তে যায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ঘণ্টাখানেক ধরে ভাড়া বাড়ির ভেতরে তদন্ত চালায় পুলিশ।

স্কুলে সাইবার প্রতারণায় সচেতনতার ক্লাস পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্কুলের হল ঘরের চেয়ারে বসে পড়ুয়ারা। ক্লাস নিচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তবে এ ক্লাস বাংলা, গণিত বা বিজ্ঞানের নয়। এ ক্লাস সাইবার প্রতারণা নিয়ে

সচেতনতার। পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে দুর্গাপুরের জেমুয়া ভাদুবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের 'মাস্টারমশাই'ই হয়ে গেলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিকরা। এ.আই প্রযুক্তির ওপর ভর করে এগোচ্ছে দুনিয়া। সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাড়ছে সাইবার প্রতারণাও। অজানা লিঙ্কে একটা আঙুল পড়তেই সারা জীবনের সঞ্চয়ের টাকা মুহূর্তের মধ্যে ব্যাংক থেকে উধাও হয়েও যাচ্ছে। অজানা নাম্বার থেকে ফোন করে নানান লোভনীয় কথা বলে ফাঁদে ফেলা হয়। সেই ফাঁদে পড়ে অনেকের লক্ষ লক্ষ টাকা হারিয়ে পথেও বসতে হয়েছে।

দুর্গাপুরের বহু মানুষও সেই প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে হারিয়েছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা সঞ্চয়ের টাকা। তবে রাজ্য জুড়ে সাইবার প্রতারণা ঠেকাতে তৎপরতা বেড়েছে রাজ্য পুলিশের। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে করা হচ্ছে সাইবার সচেতনতা। বৃহস্পতিবার জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে সাইবার সচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হল নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকরা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়নুল হক সহ শিক্ষক শিক্ষিকারাও। কয়েকশো পড়ুয়া আর অভিভাবকদের সামনে কী ভাবে সাইবার প্রতারণা হয় একাধিক ঘটনা তুলে ধরে সচেতনতা গড়ে তোলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায়। সেদিন উপস্থিত ছিলেন সিআই(এ) রণবীর বাগ, নিউ টাউনশিপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নাসরিন সুলতানা, বিধাননগর ফাঁড়ির ইনচার্জ মিহির দে।

দেশবিরোধী পোস্ট! মগরায় গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির বলাগড়, পাণ্ডুয়ায় দু'জনের আগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এবার মগরা থানা গ্রেপ্তার করল মহম্মদ ওয়াকিল নামে এক যুবককে। দেশ বিরোধী পোস্ট! মগরায় গ্রেপ্তার যুবক। ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের আবহে দেশবিরোধী বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে বলা লেখা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ভারতের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে। তারপরেও দেশবিরোধী বক্তব্য সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ ওয়াকিলের বাড়ি বাঁশবেড়িয়া কলবাজারে। অভিযোগ, তিনি তাঁর সামাজিক মাধ্যমের পেজে রাফাল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। মগরা থানায় বিজেপি কর্মী দেবজিৎ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, গত পাঁচ দিন আগেই ভারত পাকিস্তান অস্থির পরিস্থিতিতে ভারত বিদ্বেষী পোস্ট করে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগে হুগলির দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে দেশবিরোধী পোস্ট করেছিলেন বলাগড় এবং পাণ্ডুয়ায় দুই যুবক। তাঁদের বিরুদ্ধে বিজেপির পক্ষ পৃথক ভাবে দু'টি অভিযোগ দায়ের হয় থানায়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল নলিন সাঁতরা নামের বছর ৫৭র এক ব্যক্তির। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার বিকেলে বাড়িতে একাই ছিল নলিনবাবু। কিছুদিন ধরে তার বাড়ির ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছিল না। তাই এদিন সন্ধ্যের আগে নিজের বাড়িতে বাল্ব সারাইয়ের কাজ করছিলেন। হঠাৎ করেই অসতর্কবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন নলিন সাঁতরা। ঘটনায় মাটিতে ছিটকে পড়েন তিনি। পাশের বাড়ির এক কিশোর ঘটনা দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীদের জানায়। এরপর তাঁকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নলিনবাবুর অস্বাভাবিক এই মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে গ্রামজুড়ে। ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক একটি মৃত্যুর মামলা রুজু করে ওই মৃতদেহ নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে কোতুলপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

এ জি আই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
রেজি.অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস,
কলকাতা : ৭০০০০১
CIN:L51433WB1960PLC024539
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়েছে
শেয়ার সার্টিফিকেট নং ২২০৫-৭৫০ ইক্যুইটি শেয়ার, ২ টাকা প্রতিটি, কোম্পানির ডিসটিংটিভ নং ১৯৩৭৭৪২৬-১৯৩৭৮১৭৫, ফোলিও নং আর০০১৬৪, নথিভুক্ত রীতা মুবায়ী এর নামে, নিউ দিল্লি হারিয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিকট কোনও বৈধ আপত্তি দাখিল না হলে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে মূল শেয়ার সার্টিফিকেট কোনও ভাবেই লেনদেন না করতে।
এ জি আই গ্রিনপ্যাক লি এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা **ওমপাল**
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫ কোম্পানি সেক্রেটারি

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, মেসার্স মেলানি বিজনেস সার্ভিসেস এলএলপি, লিমিটেড দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ I অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
"প্রয়োজনীয় বা সমীচীন পদ্ধতিতে এবং বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ভারত থেকে পরিষেবা রপ্তানির প্রচার করা, বিদেশে নিয়মিত এবং বিশেষভাবে বাজার অধ্যয়ন করা, পরিষেবার সুযোগ অন্বেষণের জন্য সদস্যদের প্রতিনিধিদলের বিদেশে সফরের ব্যবস্থা করা, ভারত এবং বিদেশে সেমিনার, সম্মেলন এবং সভা আয়োজন করা, বাণিজ্য মেলা/প্রদর্শনী/ক্রেতা-বিক্রেতা সভা আয়োজন করা, ভারতীয় পরিষেবা খাতের সম্ভাব্য ভাবমূর্তি সম্পর্কে নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে বিদেশে তথ্য প্রচার করা এবং বিদেশে জনসাধারণকে ভারত থেকে পরিষেবা গ্রহণের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা, পরিষেবাগুলিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিসংখ্যান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলন করা, পরিষেবাগুলির রপ্তানি বিকাশ এবং বৃদ্ধিতে সদস্যদের বাণিজ্যিকভাবে দরকারী তথ্য এবং সহায়তা প্রদান করা, সাহিত্য, আলোচনা, বই, চিঠিপত্র বা অন্য কোনও মাধ্যমে সদস্যদের জন্য দরকারী তথ্য প্রচার করা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গুণমান এবং নকশার উন্নতি, পণ্যের মান এবং স্পেসিফিকেশনের মতো ক্ষেত্রে সদস্যদের পেশাদারী পরামর্শ প্রদান করা।"
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি থানা সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ১০ম তল, টাওয়ার ১, প্লট নং জি২, ব্লক-ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, বিধাননগর, সিকে মার্কেট, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিনকোড ১২২০৫০ ঠিকানায় জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ : ১৬ মে ২০২৫
আবেদনকারীর নাম(গুলি)
১. অরিন্দম সাহা
২. আনোয়ার মোখতার সারাজ

রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
ঠিকানা : গ্রাম+পোষ্ট- খড়ুয়া জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No) - 33H.G., তারিখ : ১৬/০২/১৯৬০

পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৪/০৬/২০২৫ তারিখ (শনিবার) সকাল ১১ টার সময় সমিতির বিশেষ সাধারন সভার দিনে, এই সমিতির আগামী পরিচালন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সমিতির অফিসে। উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরন ও নির্বাচনী নির্ঘণ্ট কোনো সদস্য/ভোটার জানতে চাইলে তাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে।
স্বা/- চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
তারিখ - ১৫-০৫-২০২৫ এবং,
সমবায় পরিদর্শক, ধনিয়াখালি ডেভেলপমেন্ট ব্লক, হুগলী

রিলায়েন্স জুট মিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড
CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: financeho@reliancejute.com, ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৩,৬২৭.৯৮	৯,৭৬৯.০০	৩৪,৬৯৯.৩৯	৩৩,৫৭৮.১১
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	৭০৪.৭০	৩৪২.০০	২৮৮.৬৭	১৭২.৭১
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৭০৪.৭০	৩৪১.০০	২৮৮.৬৭	১১৮.৮২
৪.	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি)	৪৭১.৩৭	৩,০৩১.০০	৫৫.৩৪	২,৮০৮.৬২
৫.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	১,১২৫.১৪	২,৯৬২.০০	৭০৯.১১	২,৭৪০.২২
৬.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো	(৬৫৬) (৩১.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী)	(১,৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী)	(৬৫৬) (৩১.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী)	(১,৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী)
৮.	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) - মূল ও মিশ্রিত (টাকা)"	১৮.২০	১১৭.০১	২.১৪	১০৮.৪৬

দ্রষ্টব্য- ১) উপরেরটি ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliance-jute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্থান: কলকাতা সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
তারিখ: ১৫.০৫.২০২৫ চেয়ারম্যান

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
(রেজি. অফিস : ৩য় তল, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০৬৯)
CIN : L17125WB1983PLC036209, ই-মেল : info@hindusthancreditcapital.com,
ওয়েবসাইট : www.hindusthancreditcapital.com)

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	সমাপ্ত তিন মাস ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	সমাপ্ত তিন মাস ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত তিন মাস ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	সমাপ্ত আর্থিক বর্ষ ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	সমাপ্ত আর্থিক বর্ষ ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে	-	-	-	-	-
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পূর্ব)	১০.০৫	(৬.৫৩)	(১৫৫.০৩)	(৮.৫৮)	(১৬৮.৪৩)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	১০.০৫	(৬.৫৩)	(১৫৫.০৩)	(৮.৫৮)	(১৬৮.৪৩)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	১০.০৫	(৬.৫৩)	(১৫৫.০৩)	(৮.৫৮)	(১৬৮.৪৩)
৫.	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [সংশ্লিষ্ট আয়/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)]	১০.০৫	(৬.৫৩)	(১৫৫.০৩)	(৮.৫৮)	(১৬৮.৪৩)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট প্রদর্শিত অনুযায়ী					
৮.	শেয়ার পিছু আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ে)					
	ক) মূল (টাকা)	০.২৬	(০.১৭)	(৪.০৪)	(০.২২)	(৪.৩৯)
	খ) মিশ্র (টাকা)	০.২৬	(০.১৭)	(৪.০৪)	(০.২২)	(৪.৩৯)

দ্রষ্টব্য: ১) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের উক্ত সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলির) ওয়েবসাইট www.cse-india.com, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com থেকে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
রাজেশ গয়াল
স্থান : নয়ডা (পুরা সময়ের ডিরেক্টর)
তারিখ : ১৫ মে, ২০২৫ ডিন - ০১৩৩৯৬১৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

BIRENDRANATH SASMAL PRIMARY TEACHERS' TRAINING INSTITUTE
Contai, Dist.- Purba Medinipur, Mob:7001360650
Wanted Assistant Professor
Foundations of Education- 2, Science-1, Social Sciences-1, Mathematics-1, English-1, Fine Arts/Performing Arts-1, Health & Physical Education-1.
Qualification-As Per NCTE Norms, Qualified persons are requested to send CV with copies of testimonials to the Director of the college through Email- bnsptti@gmail.com with in 20-05-2025.

মেঘসার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং.- ১৮ এইচ.জি., তারিখ- ০৯.০৩.১৯৫৩
গ্রাম ও পোস্ট- মেঘসার, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা-হুগলী
ইমেল : meghsar.skus@gmail.com, মোবাইল- 9474495107/ 9614644885
স্মারক নং.: Elec-Megh-01/25 তারিখ : 14.05.2025
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতি সমূহের সহকারী নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা রিটার্নিং অফিসারের পত্রাংক নং. (Memo No. 857/1/29) তাং- ২৯.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এতদ্বারা মেঘসার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/ সদস্যাকে জানানো যাচ্ছে নির্বাচন উপলক্ষ্যে সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা ১৫.০৫.২০২৫ তারিখ প্রকাশিত হয়েছে। ভোটার তালিকার উপর আপত্তি গ্রহণ ১৬.০৫.২০২৫ থেকে ২৯.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে। আপত্তির উপর শুনানী ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ সমিতির অফিসে নেওয়া হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ সমিতির অফিসে নেওয়া হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ প্রকাশিত হবে। অবগতির জন্য সমিতিতে যোগাযোগ আবশ্যক।
প্রলয় বিশ্বাস
এ.আর.ও.
মেঘসার এসকেইউএস লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৭.০২.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স আশিস কুমার সিংঘ, স্বত্বাধিকারী শ্রী আশিস কুমার সিংঘ (স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) চৌরঙ্গি রোড শাখার নিকট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ৬৪,৫৪,৮৮৫.৫৯ টাকা (চৌষট্টি লাখ চুয়ান্ন হাজার আটশ পঁচাশি টাকা এবং উনষাট পয়সা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪ মে ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া ৬৪,৫৪,৮৮৫.৫৯ টাকা (চৌষট্টি লাখ চুয়ান্ন হাজার আটশ পঁচাশি টাকা এবং উনষাট পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং বি-৩, ৪র্থ তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে, পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৬৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপএরিয়া এবং খোলা গ্যারাজ স্পেস ১৪০ বর্গফুট পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৭/৫২এ, বোসপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং ৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, তৌজি নং ১৪৫, প্লট নং ১/এম, দাগ নং ১৩৬৭, ১৩৭২ , খতিয়ান নং ৬৬৮, ৬৯৫, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৪২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে** : প্লট নং ১/এ, এবং ১/সি (রুনু সরকারে সম্পত্তি); **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** প্লট নং ১/১ (শ্যামল বোসের সম্পত্তি)।
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD
কাশিমবাজার শাখা
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড
পো. বহরমপুর, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১
পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৩.০৩.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ : (১) মেসার্স টি এস এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা - শ্রীমতী তুলসি সাহা,** স্বামী মণিমোহন সাহা, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রাণীবাগান, বহরমপুর, এমএসডি, পিন - ৭৪২১০১ **(২) শ্রী মণিমোহন সাহা (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ৯৫/১, পিলখানা রোড, রাণীবাগান, বহরমপুর, এমএসডি, পিন - ৭৪২১০১, **কাশিমবাজার শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,২৮,৪২,৫৭৬.০০ টাকা** (এক কোটি আঠাশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ ছিয়াত্তর টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৫ মে ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাশিমবাজার শাখা** নিকট বকেয়া **১,২৮,৪২,৫৭৬.০০ টাকা** (এক কোটি আঠাশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ ছিয়াত্তর টাকা) এবং সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, **সম্পত্তি শ্রী মণীমোহন সাহা** এর নামে, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানিবাগান, বহরমপুর, এমএসডি, পিন : ৭৪২১০১, মৌজা এরিয়া পরিমাণ ১.৫৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, প্লট নং (আরএস এবং এলআর) ৭৩৭/৮৪৩, খতিয়ান নং আরএস ৩২৬, এলআর ৩০৯৮, শ্রেণি - ভিটা, এরিয়া : ১.৫৫ ডেসিমেল উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১/২১৫৪/২০০০ তারিখ ১৩.০৩.২০০০ এবং **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মণীমোহন সাহার সম্পত্তি, দক্ষিণে : লে আউট প্লট নং ২, পূর্বে : পিলখানা রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।
দায়বদ্ধ সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল স্থায়ী এবং চলতি সম্পদ (বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ত) ইউনিট **মেসার্স টি এস এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : তুলসী সাহা,** পিলখানা রোড, রানিবাগান, পো এবং থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পব- দায়বদ্ধ।
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কাশিমবাজার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD
ধুলিয়ান শাখা
ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির নিকট, পো.ধুলিয়ান
থানা : শামসেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২০২
পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২০.১২.২০২৪** তারিখে **(১) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মা লক্ষ্মী প্লাস্টিক এমএফজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. মহ. সামিউল ইসলাম (২) স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা : মহ. সামিউল ইসলাম** পিতা নজরুল ইসলাম **(৩) জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : নজরুল ইসলাম এবং (৪) জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : মনোয়ারা বিবি,** স্বামী নজরুল ইসলাম ঠিকানা গ্রাম - জালাদিপুর, পো. চাচন্দা, থানা - শামসেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৪ **ধুলিয়ান শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯,৩০,৪১৫.০০ টাকা (নয় লাখ তিরিশ হাজার চারশ পনের টাকা) ১৯.১২.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৫ মে ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধুলিয়ান শাখা** নিকট বকেয়া **৯,৩০,৪১৫.০০ টাকা (নয় লাখ তিরিশ হাজার চারশ পনের টাকা) ১৯.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির ঠিকানা : গ্রাম : জলদিপুর, পো : চচন্দা, থানা : সামসেরগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২২২৪।
সম্পত্তি ১ : জমি এবং ভবন, **সম্পত্তি শ্রী নজরুল ইসলাম এর নামে,** মৌজা : ধুসরিপাড়া, জেএল নং ১০৪, প্লট নং এলআর ১৯৮৮ এবং আরএস ১২৪০, খতিয়ান নং এলআর ১৩৯১/২, সামসেরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও -নিমতিতা, স্বত্ব তদলিল নং ১/২৬২৭ তারিখ ১৪.০৭.১৯৯৯, জমির এরিয়া-৫.৬৩ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি : ভিটা।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : রব্বুল, **দক্ষিণে :** রেল, **পূর্বে :** নজরুল ইসলাম, **পশ্চিমে :** মুকলেসুর এবং রাস্তা।
সম্পত্তি ২ : জমি এবং ভবন, সম্পত্তি শ্রী নজরুল ইসলাম এবং শ্রীমতি মনোয়ারা বিবি এর নামে, মৌজা : ধুসরিপাড়া, জেএল নং ১০৪, প্লট নং এলআর ২২৬৮ এবং আরএস ১৩৭৫/১৮৬৮, খতিয়ান নং এলআর ৪১১৯, ৪১২০ সামসেরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও - নিমতিতা, স্বত্ব দলিল নং ১/৫৩৬৯ তারিখ ১৩.১২.১৯৯৯, জমির এরিয়া -৯.০৯ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি : ভিটা। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : রেল, দক্ষিণে : জারিনা বেওয়া, পূর্বে : রাস্তা, পশ্চিমে : গোলেজান বেওয়া।
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ধুলিয়ান ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

১২ কোটি টাকার রাস্তার উদ্বোধনকে ঘিরে তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদায় বিজেপির গড়ে, তৃণমূলের মন্ত্রী ও সভাধিপতিদের উপস্থিতিতে প্রায় ১২ কোটি টাকার রাস্তার উদ্বোধনকে ঘিরে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, তাদের দলের সাংসদ সহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। পালটা তৃণমূলের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের দাবি, পুরাতন মালদার পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বিধায়ক, সাংসদ সবই বিজেপির। তারপরেও সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনও রকম উন্নয়ন হচ্ছে না। তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের উদ্যোগেই ১২ কোটি টাকার রাস্তার কাজ শুরু হতে চলেছে। ওরা শুধু আমন্ত্রণ পেতেই ব্যস্ত। উন্নয়নমূলক কাজে এভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোঁসাই মোড় এলাকা থেকে আট মাইল খ নিবাথান পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মৃণালিনী মন্ডল মাইতি প্রমূখ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ১৩ কিলোমিটার পিচের রাস্তা তৈরির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। এর ফলে নিত্যযাত্রীদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তাই এলাকাবাসীর দাবিকে মান্যতা দিয়ে এই রাস্তাটির কাজ অনুমোদন পায়।

এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মালদা জেলা পরিষদের সহযোগিতায় এই এলাকায় নতুনভাবে রাস্তা তৈরির কাজ শিলান্যাস করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগেই রাজ্যজুড়ে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে নতুনভাবে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। এদিন রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলে এলাকাবাসী যাতায়াতের সুবিধা হবে এবং এলাকা উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। অথচ বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা অদ্ভুতভাবে এই উন্নয়ন নিয়েই রাজনীতি শুরু করেছে।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'বিজেপির এই এলাকার জনপ্রতিনিধিদের একাংশ ওরা আমরা করে রাজনীতি করছে। অথচ পুরাতন মালদা কেন্দ্রে বিধায়ক, সাংসদ এমনকি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বিজেপির। অথচ উন্নয়নের কোনও উদ্যোগ নেই। আমরা এলাকার জনগণের স্বার্থে উন্নয়ন করছি।' পুরাতন মালদার বিজেপি দলের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, 'কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ টাকায় এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। অথচ অদ্ভুতভাবে কেন্দ্রের প্রকল্পের নাম বদলে কাজ করা হচ্ছে। এদিনের এত বড় কাজের শিলান্যাসের বিধায়ক থেকে সাংসদ কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ তৃণমূলের নেতাদের মঞ্চে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তাই এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি।'

ফের নিম্নমানের-জাল ওষুধের হদিশ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জীবনদায়ী ঔষধ নিয়েও মানুষের ছিনিমিনি। জাল ভেজাল ঔষধ ধরা পড়ার খবর প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় শোনা যাচ্ছে। হচ্ছে অভিযান, তল্লাশি, ধরপাকড়। বাজেয়াপ্ত হচ্ছে নকল ঔষধ।

মানুষের জীবন বাঁচাতে লাগে ওষুধ। সেইসব জীবনদায়ী ওষুধ নিয়েও এক শ্রেণির ওষুধ ব্যবসায়ী ছিনিমিনি খেলছে। গত মার্চে বড়বাজারের কয়েকটি দোকানে হানা দিয়ে সন্দেহজনক জাল ও নিম্নমাণের ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। শুধুমাত্র এক জায়গায় না জেলার বিভিন্ন জায়গায় একই ছবি ধরা পড়ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় শহর বর্ধমানেও অনেক দোকানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিকদের পক্ষ থেকে। ওষুধের বেআইনি কারবার রুখতে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বাড়িয়েছে নজরদারি। তাতে ধরা পড়ল আরও জাল ওষুধের কারবার।

রাজ্যে আবার নিম্নমানের ও জাল ওষুধের হদিশ মিলল বেশ কয়েকটি জায়গায়। গুণমানের পরীক্ষায় ফেল করে ৫১টি-র কাছে ওষুধের সুনির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতাদের ওষুধ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মতো ওষুধ রয়েছে। এমনকি স্নায়ুও এলার্জি রোগের ওষুধও গুণমানে ফেল। জনস্বার্থে বাজার থেকে ৫১টি ওষুধ বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ভেজাল ঔষধের চক্র কী ভাবে ডানা মেলছে সেইদিকেই কড়া তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ৩০০টি প্রয়োজনীয় ঔষধের ওপর কিউআর কোড লাগিয়ে দেয় সংশ্লিষ্ট ঔষধ কোম্পানি। পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ বর্ধমানের অনেক ঔষধের দোকানের মালিকরা মনে করছে এই কিউআর কোড সম্বন্ধে অনেক সাধারণ মানুষ জ্ঞাত নয়। তাদের পক্ষে কোনও ভাবেই সম্ভব নয় জাল ভেজাল ঔষধের তফাৎ করা। আর তারা ঔষধ প্রস্তুতকারী জায়গাগুলি থেকে ঔষধ কিনে নিয়ে বিক্রি করা তাদের পক্ষে সম্ভব না। কোনও ভাবে কোন ওষুধ ভেজাল রয়েছে সেটা যাচাই করা। তাই তারা মনে করছেন যে জায়গা থেকে ঔষধ প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে নজরদারের দেওয়া প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের। অনেক সাধারণ মানুষ জানাচ্ছেন,এখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে উঠেছে ঔষধ।ঔষধ নিয়ে এত রমরমা বেআইনি ব্যবসা চালাচ্ছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে মনে করছেন।

জীবনদায়ী ওষুধের এই ভেজাল কারবার একটি মানুষের জীবনে অনেকটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। রোগ সারানোর বদলে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে একপ্রকার। অনেক রোগী এখন নিরাপদ বোধ করছেন না এই ঔষধ সেবনে।

বেআইনি ভাবে জ্বালানি তেলের কারবার চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেআইনি ভাবে জ্বালানি তেলের কারবার চলছিল দীর্ঘদিন ধরে বলে অভিযোগ। আর তারপরেই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডই ঘুম ভাঙল পুলিশ ও প্রশাসনের। বুধবার গভীর রাতে ইংরেজবাজার থানার মধুঘাট এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের বেআইনি ভাবে মজুত থাকা পেট্রোল-ডিজেলের একটি গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। কর্তব্যরত দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, পোড়া বিড়ি অথবা সিগারেটের আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ওই এলাকায় ঘনঘন অভিযান চালিয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বেআইনি ভাবে মজুত রাখা জ্বালানি তেলের চক্রের দলকে ধরতে ইতিমধ্যে লাগাতার অভিযান শুরু করেছে পুলিশ । যদিও পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি । তবে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনার পিছনে রকি শেখ নামে বিক্রেতার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মধুঘাট এলাকার জাতীয় সড়কের এক পাশে এই অগ্নিকাণ্ডে চার থেকে পাঁচটি দোকান, একটি ধাবা এবং একটি মুদি ব্যবসায়ীর বাড়ি রীতিমতো পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই এলাকার কয়েকটি অস্থায়ী পাকা ঘর ব্যবহার করে চোরাই পেট্রোল এবং ডিজেল মজুত করে বিক্রির কারবার চালাচ্ছিল একটি অসাধুচক্র। এদিন বিড়ি অথবা সিগারেটের আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। তাতে একটি চার চাকার ম্যাজিক ভ্যান পুরে নষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি দুটি ছাগলেরও আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

মধুঘাট এলাকার বেআইনি পেট্রোল ও ডিজেল কারবারিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, পুরো এলাকাটি বারুদের স্তুপের ওপর রয়েছে। এই এলাকাতেই বেআইনিভাবে পেট্রোল ও ডিজেল ঝুপড়ি ঘরগুলোতে মজুত রেখে বেচাকেনা করা হচ্ছে। পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ইন্ডিয়ান অয়েলের ডিপো রয়েছে। সেখানে অসংখ্য তেল ভর্তি ট্রাঙ্কার গুলি খালি করার পর ইংরেজবাজারের মধুঘাট এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এসে জমায়েত হয়। ওই সব টাংকারের তলানিতে অবশিষ্ট তেলগুলি এই এলাকাতেই কম দামে মজুত করা হয় বলে অভিযোগ। আর সেই মজুত থাকা তেলের আগুন থেকেই এদিন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মধুঘাট এলাকার আশেপাশেই রয়েছে একাধিক হোটেল, বিভিন্ন দোকান এবং বাজার হাটও বসে। কিন্তু এরকম বেআইনিভাবে চোরাই পেট্রোল, ডিজেলের কারবারিদের জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলেছে। অবিলম্বে স্থানীয় বাসিন্দারা এই ধরনের অসাধুচক্রের ব্যবসা বন্ধের দাবি তুলেছেন। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ঘটনার পর ওই এলাকায় বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ভারী যানে জীর্ণ দশা ব্রিজের, তৃণমূল ও গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ বালিপাচারের সঙ্গে শাসকদলের নেতাদের যোগ আছে এরকম অভিযোগ ইতিমধ্যেই উঠেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার দেখা গেল রাজ্যের শাসকদলের পতাকা নিয়ে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে রেখেই জরাজীর্ণ ব্রিজের ওপর দিয়ে ভারী বালি বোঝাই যানবাহন আটকে বিক্ষোভ দেখালেন রানিগঞ্জের তিরাট হাড়াভাঙা অঞ্চলের বাসিন্দারা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই নানা সরকারি দপ্তরে পুলিশ প্রশাসনের কাছে তারা এই জরাজীর্ণ ব্রিজের ওপর বলি বোঝাই ভারী যানবাহন না নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবি জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই তারা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে বিক্ষোভ মিছিল করে পথ অবরোধ কর্মসূচি চালায়। আটকে দেওয়া হয় বালি বোঝাই বেশ কিছু যানবাহন। এই ঘটনার খবর পেয়ে, দ্রুত পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকেরা ঘটস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই এলাকা দিয়ে অবৈধ ভাবে বালিপাচার করতে দেওয়া চলবে না। তাঁরা দাবি করেন, এই এলাকায় দিয়ে ভারি বালির গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তার হাল বেহাল হয়েছে। আর এই ব্রিজ দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল করলে যে কোন সময় ভেঙে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পাশাপাশি এলাকার মানুষের এ-ও অভিযোগ যে ভিন জেলার বালির চালান দেখিয়ে এই জেলার ওপর দিয়ে অবৈধ ভাবে বালি চলাচল করছে। অবৈধ এই বালি চলাচল বন্ধ না হলে আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার ঘরের ভিতর থেকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় পানাগড় বাজারের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। মৃতার নাম নেহা কুমারী (২২)। বৃহস্পতিবার দুপুরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এদিন তার আগে ঘটনার তদন্তে কাঁকসা থানায় আসেন কাঁকসার বিডিও।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরে সে ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেয়। তারপরে তাঁর শাশুড়ি ডাকাডাকি করেও তার কোনও সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের খবর দিলে। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সকলেই দেখেন নেহা একটি ওড়না নিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে।হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরেই হাসপাতাল থেকে পুলিশ কে খবর দেওয়া হলে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, গত দশ মাস আগে নেহার স্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁর একটি ১০মাস বয়সের সন্তান রয়েছে। সন্তানের জন্মের ২১ দিনের মাথায় তাঁর স্বামীর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। শুরু হয়েছে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত।

ভারতবিরোধী-জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী পোস্টের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভারত পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝেই ফের সামাজিক মাধ্যমে ভারত বিরোধী ও জাতিগত বিদ্বেষমূলক পোস্ট করে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার ফকিরডাঙা এলাকায়। ধৃত যুবকের নাম রাহাত মল্লিক। ধৃতকে আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

ভারত পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাতে দেশের অভ্যন্তরে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো না হয় তার জন্য সক্রিয় রয়েছে পুলিশ। লাগাতার নজরদারি চলছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে। বাঁকুড়ার রাইপুর, বড়জোড়া ও বিষ্ণুপুর থানার পর এবার পাত্রসায়ের থানার পুলিশের নজরদারিতে সম্প্রতি ধরা পড়ে পাত্রসায়ের থানার ফকিরডাঙা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় প্রসারি ব্যবসায়ী রাহাত মল্লিক লাগাতার ভাবে সামাজিক মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে ভারতবিরোধী পোস্ট করে চলেছে।

তার পোস্ট এলাকায় জাতিগত বিদ্বেষ ছড়াতে পারে যার জেরে এলাকায় সম্প্রদায়গত শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বুঝতে পেরে সক্রিয় হয় পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। দ্রুত রাহাত মল্লিককে গ্রেফতার করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ধৃতর সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে দেখা যায় বিভিন্ন সময় ওই যুবক পাকিস্তান সেনা ও পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের ছবি দিয়ে ভারতবিরোধী একাধিক পোস্ট করেছেন। জাতি ও সম্প্রদায়গত উস্কানিমূলক একাধিক পোস্টও রয়েছে তাঁর সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে। অবিলম্বে ওই পোস্টগুলিকে সামাজিক মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি ওই যুবকের এই ধরনের কর্মকান্ডের পিছনে অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের হাত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাতির হানায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়ায় ফের হাতির হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম পরিমল মাহাত (৬১)।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে তিনটের নাগাদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরতেই একটি হাতি পরিমলবাবুকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে ধরে কিছু দূর টেনে নিয়ে গিয়ে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলে। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, ৪টি হাতি বাঁদরভুলার জঙ্গল থেকে এসে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, গত একমাস যাবত কয়েকটি হাতি এই এলাকায় সারাদিনই ঘোরাফেরা করে। মানুষের ওপর তাদের আক্রমণ করার প্রবণতা দেখা যায়নি। বাঁদরভুলার জঙ্গলের দিক থেকে এসে নতুন এই ৪টি হাতি এলাকায় রাতভর তাণ্ডব চালিয়েছে। যাকে সামনে পেয়েছে তাড়া করেছে। পরিমলবাবু ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে একটি হাতি। শুঁড়ে ধরে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলে। হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। কাজু বাগান থেকে কাজু ও জঙ্গলে শালপাতা তুলতে যেতে পারছেন না। হাতিগুলি এলাকা থেকে সরানোর জন্য বনদপ্তরকে বারবার অনুরোধ করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে হাতির আক্রমনে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট থানার ভারত বাংলাদেশের ঘোজাডাঙা সীমান্ত থেকে খাদিজা বিবি নামে এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মহিলার সঙ্গে তার দু'টি শিশু আছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে ওই বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। এদিন তাদেরকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক

আদালতে পেশ ধৃতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুরে পশুপ্রেমী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত দু'জনকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। অভিযুক্তদের নাম শৈলেন পাল এবং টোটন পাল। দু'জনেরই বাড়ি বিষ্ণুপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড কৃষ্ণগঞ্জ গড়গড়ান পাড়ায়। পুলিশ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতের কাছে পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে তদন্ত প্রক্রিয়া আর সক্রিয় করার জন্য।

সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রক্তদান, রক্ত সংগ্রহ, রক্ত সরবরাহ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ ওঠে। বলা বাহুল্য বেসরকারি ক্ষেত্রকে রক্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে সরকারী হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যে বেশ কিছু বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। কিন্তু সেগুলি সব কলকাতায়। তাই বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা করতে আসা রোগীকে রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা শুরু হয় অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে। আবার সরকারি ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বলা ভালো রক্তের প্রসঙ্গে সরকারী হাসপাতাল ও বেসরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে দড়ি টানাটানি চলে। এই আবহের মধ্যেই সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করল হাওড়ার একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। বৃহস্পতিবার এই প্রতিষ্ঠানের ১০তম জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান অনুষ্ঠানে অন্যতম কর্তা দীপক দাস থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীরা রক্তদান করলেন। ৫০ বোতল রক্ত সংগ্রহ করলেন সরকারী উলুবেড়িয়া ব্লাড ব্যাঙ্ক। এদিন উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, চিকিৎসক ডাঃ শান্তি গের প্রমুখ ।

দেশবিরোধী পোস্টের অভিযোগে মুম্বই থেকে যুবককে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: দেশবিরোধী পোস্ট করার অভিযোগে মুম্বই থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কাটোয়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শরিফ শেখ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাট পাইকপাড়ার বাসিন্দা শরীফ শেখ মুম্বাইয়ে জুতোর ব্যবসা করে ফুলেঁপে উঠেছিল। বছরের বেশিরভাগ সময়ই সে থাকত মুম্বাইয়ে। গত ৭ মে অপারেশন সিন্দুর চালায় ভারতীয় সেনা। তারপরেই আট তারিখ সোশ্যাল মিডিয়াতে ভারতবিরোধী পোস্ট করে বলে অভিযোগ শরিফ শেখের বিরুদ্ধে। শরিফের পাড়ার লোকেরা তার প্রোফাইল দেখে সেই পোস্ট দেখতে পেয়েই শরিফের বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর তারা দাঁইহাট ফাঁড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে শরিফকে গ্রেপ্তারের দাবিতে। পরিস্থিতি সামলাতে এলাকায় গিয়ে পৌঁছয় কাটোয়া থানার আইসি তীর্থেন্দু গাঙ্গুলির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপরই জানতে পারা যায়, সে রয়েছে মুম্বইয়ে। তৎক্ষণাৎ কাটোয়া থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং ট্রানজিস্ট রিমান্ডে নিয়ে তাকে বৃহস্পতিবার কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক দু দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে ১৪৭/১৫২/২৯৯ এই সকল ধারায় মামলার রুজু করা হয়েছে। দাঁইহাট থেকেই কদিন আগে আরো এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল কাটোয়া থানার পুলিশ। দেশবিরোধী পোস্ট করায় তাকেও চার দিনের পুলিশে হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন কাটোয়া আদালতের বিচারক। দেশবিরোধী পোস্ট করায় হায়দ্রাবাদ থেকেও একজনকে গ্রেপ্তার করে কাটোয়া আদালতে পেশ করে কাটোয়া থানার পুলিশ তাকেও পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। কাটোয়া মহকুমা অঞ্চলে এই নিয়ে মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে কাটোয়া থানার পুলিশ।

সরকারি মাছ বিক্রয় কেন্দ্রের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: সূচনা হল সুফল বাংলা মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্রের। বুধবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগর পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ নম্বর ভেড়ী এলাকায় এই বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মহৎ বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রোশনি সেন, উত্তর ২৪ পরগনার সহ মৎস্য অধিকর্তা পার্থসারথী কুন্ডু সহ অন্যান্যরা।

উর্ধ্বমুখী বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সরকারি ভাবে আলু, পেঁয়াজ সহ অন্যান্য সবজি বিক্রি শুরু হয়েছিল। তার সাফল্য এবং প্রশংসাও কুড়িয়েছে রাজ্য সরকার। এবার অন্ধ্রপ্রদেশ বড় বড় মাছের রাশ টানতে, বছর তিনেক আগেই রাজ্যেই বড় মাছ চাষের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনিক প্রধান। এবার সেই মাছ বাজারজাত করতে নেওয়াহল সরকারি উদ্যোগ। সুফল বাংলা মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্রের এর মাধ্যমে বড ও ছোট মাছ বাজার দরের থেকে কমদামে পৌঁছে যাবে বাংলার মানুষের রান্নাঘরে। ফলে কমদামে ভাল মাছে রসনা তৃপ্তি করতে পারবে মাছ প্রিয় বাঙালি।

এই প্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার সহ মৎস্য অধিকর্তা পার্থসারথী কুন্ডু জানান, জেলায় মোট নয়টি সুফল বাংলা মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্রের তৈরি করা হবে ধাপে ধাপে। তার মধ্যে বিধাননগর পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের চিংড়িঘাটার কাছে ৪ নম্বর ভেড়ি উদ্বোধন হয়ে গেছে। পরবর্তীতে নিউটাউন এলাকায় তিনটি, বারাসাত মিন ভবনের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, কাঁচড়াপাড়া, মানিকতলা, এন্টালি ও বনহুগলিতে মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হবে। পরবর্তীতে আরও ১৫ টি কেন্দ্র তৈরি করা হবে। শুধুতাই নয় এখান থেকে অ্যাপের মাধ্যমেও মাছের অর্ডারও দেওয়া যাবে। বাজার দরের থেকে কম দামে এইসব কেন্দ্র থেকে বড় ও ছোট মাছ পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে মাছ বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।।

প্রবল বৃষ্টিতে স্বস্তি আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অবশেষে স্বতির বৃষ্টি আরামবাগ সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গায়। আরামবাগ মহকুমাজুড়ে এদিন বিকেল ছ'টা নাগাদ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। তীব্র গরমের পর এই বৃষ্টি মানুষের মনে যেন শান্তির বার্তা নিয়ে আসে। তীব্র তাপদাহের পরে গোটা আরামবাগবাসী যেন বৃষ্টি ও স্বস্তির জন্য বসেছিল। বৃহস্পতিবার সেই আশা পূরণ হল আরামবাগবাসীর।

তবে গত মঙ্গলবার থেকেই আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তনের পূর্বাভাস ছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার তা পূরণ হল। আরামবাগে হল তুমুল বৃষ্টি। তাপমাত্রা অনেকটাই কমল। বাতাসে একটা ঠান্ডা আমেজ যুক্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, এবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি আসছে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও মাঝে মধ্যে বৃষ্টিপাত হবে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসেই ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

এদিনের আবহাওয়ার আপডেটের মধ্যে সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল তাপমাত্রার পতন। গত ৬ দিন ধরে ক্রমাগত নেমেছে আরামবাগ-সহ হুগলি জেলার তাপমাত্রা। ৪৪ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলা পারদ নেমে এসেছিল ৩০ এর ঘরে! এদিন বিকালে বৃষ্টির পর তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যায়। ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে থাকে। এই বিষয়ে দেবরাজ ব্যানার্জি নামে এক যুবক বলেন, প্রায় ১৫ দিন ধরে গরমের দাপট ছিল। এই বৃষ্টি অবশ্যই স্বস্তি নিয়ে এল। আরামবাগের মানুষ শান্তিতে এদিন ঘুমাবে। অনেক দিন পর মনে হল প্রকৃতির আশীর্বাদে মানুষ আবারও যেন প্রাণ ফিরে পেল।

অপরদিকে খানাকুলের গৃহবধূ রিয়া চক্রবর্তী বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বস্তির বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি নামতেই ছাদে গিয়ে একটি ভিজে এলাম। বৃষ্টির স্পর্শে মনে আলাদা অনুভূতি এল।'

সৌরভের বোলপুর সফরের দিন ফের বদলাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোলপুর সফরের দিন ফের বদলাল। শুক্রবার নয়, রবিবার ১৮ মে তিনি বোলপুর যাবেন। সেখানকার স্টেডিয়াম ময়দানে সৌরভকে সংবর্ধিত করবে বোলপুর পৌরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থা। মঞ্চ তৈরি-সহ যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ। ছাত্র ও যুবদের উৎসাহিত করতে মহারাজ এই প্রথম বোলপুর যাচ্ছেন। প্রথমে ৯ মে যাওয়ার কথা থাকলেও ব্যস্ততার কারণে দিন বদলে ১৬ মে করা হয়। সৌরভ একদিন ভিডিও বার্তায় জানান, '২-৩ দিন ধরে জ্বর রয়েছে। পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ মতোই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে'। তবে রবিবার যাবেন বলেই তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এবারেই বীরভূমের সিউড়িতে হবে সিএবি আয়োজিত মেয়েদের বেঙ্গল প্রো লিগ টি২০। তারজন্য মাঠও দেখে এসেছেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্যান্য কর্তারা। ফলে, ক্রিকেট নিয়ে আবেগে ভাসছে বীরভূম। এর আগেও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ - উত্তর ২৪ পরগনা - মালদা , বাঁকুড়ায় গিয়েছিলেন। সৌরভের সফর ঘিরে উন্মাদনা - উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতন। অপেক্ষা বাড়ল শুধু বীরভূমের।

বেহালার বাড়ি থেকে ভিডিও বার্তা দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যদিকে, মহারাজের জন্য বীরভূমে তৈরি মঞ্চ।

দু'দিনের টুর্নামেন্টে জয়ী গড়িয়া মিলন সংঘ ও একদিনের ক্রিকেটে বাঁশদ্রোণী মিলন সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার আনাচে কানাচেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য জুনিয়র ক্রিকেটার। বছরভর ট্রেনিং চলে ক্রিকেটের আঁতুরঘর বলেই পরিচিত মন্টু ঘোষ ক্রিকেট কোচিং আকাদেমিতে। জুনিয়র ক্রিকেটারদের জন্যই আয়োজিত হয় মন্টু ঘোষ চ্যালেঞ্জ কাপ। দু'দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টে এবার জয়ী হয়েছে গড়িয়া মিলন সংঘ। আর একদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাঁশদ্রোণী মিলন সংঘ। যেখানে আশিকা ইলেভেনকে ৯ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাঁশদ্রোণী মিলন সংঘ। অন্যদিকে দু'দিনের ক্রিকেট ফাইনালে গড়িয়া মিলন সংঘ ক্লাব কাজল ক্রিকেট আকাদেমিকে হারায় ৫ উইকেটে। গোটা এই টুর্নামেন্টের তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। টালিগঞ্জ অগ্রগামীর অন্যতম পথিকৃৎ মন্টু ঘোষের জামাই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সচিব শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদার ওরফে সকলের প্রিয় শঙ্কুদা জানান, 'মন্টু ঘোষ ছিলেন টালিগঞ্জের পথিকৃৎ। তাঁর স্মৃতিতে এই কাপ করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিযোগিতা চলছে। বহু খুদে প্রতিভাবান ক্রিকেটার এই আকাদেমি থেকে উঠে আসছে। ভবিষ্যতেও এই প্রতিযোগিতা আরও বৃহত্তরভাবে করার চেষ্টা করব। বৃহস্পতিবার জয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সচিব শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, কোচ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, অটল দেববর্মণ, প্রশান্ত মুখার্জী, দীপেন্দ্র নাথ মিত্র, দীপঙ্কর ঘোষদস্তিদার সহ অন্যান্যরা।

মন্টু ঘোষ চ্যালেঞ্জ কাপের পুরস্কার মঞ্চে প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সচিব শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদার সহ অন্যান্যরা।

মন্টু ঘোষ চ্যালেঞ্জ কাপ

অবসর দূর কী বাত! ইংল্যান্ড সফরের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন সামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহম্মদ সামির জাদুকরী বোলিংয়ের কথা ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের অজানা নয়। বল যেন তাঁর হাতে পড়লেই কথা বলে। টেস্ট, ওডিআই হোক বা টি-টোয়েন্টি সব ফর্ম্যাটেই যে কোনও পরিস্থিতে নিজেকে মেলে ধরেন সামি। তবে তাঁর জীবনে একাধিক বার নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বৈবাহিক জীবন নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। আবার চোট সমস্যাও তাঁর জীবনে একাধিকবার ধাক্কা দিয়েছে। তবে এই সব পরিস্থিতির পরেও তিনি দমে থাকেননি। বার বার রাজার মতো মাঠে ফিরে এসেছেন। এবং দলকে সাহায্য করেছেন। ঠিক এখন যে ভাবে নিজেকে তৈরি করছেন, তা আবারও একবার বলে দিল সামির প্ল্যানে এখনই অবসরের ভাবনা নেই।

সামনেই ভারতীয় টিমের ইংল্যান্ড সফর। ভারতীয় দলের নির্বাচকরা ইতিমধ্যেই সেই সিরিজ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সফরের আগেই ভারতীয় দলে একাধিক বড় পরিবর্তন ঘটেছে। সদ্য ভারতের দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এর মাঝেই মহম্মদ সামিও নাকি অবসর নিতে পারেন টেস্ট থেকে এমন জল্পনা উঠেছিল। সেই জল্পনা সামি নিজেই উড়িয়ে দিয়েছেন।সামনেই ভারতীয় টিমের ইংল্যান্ড সফর। ভারতীয় দলের নির্বাচকরা ইতিমধ্যেই সেই সিরিজ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সফরের আগেই ভারতীয় দলে একাধিক বড় পরিবর্তন ঘটেছে। সদ্য ভারতের দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এর মাঝেই মহম্মদ সামিও নাকি অবসর নিতে পারেন টেস্ট থেকে এমন জল্পনা উঠেছিল।

আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার মূল্য বাড়ল দ্বিগুণের বেশি। ১১ জুন থেকে লর্ডসে ফাইনাল খেলবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৩৬ লক্ষ মার্কিন ডলার (বিগত ২টি সংস্করণে ছিল ১৬ লক্ষ মার্কিন ডলার)। রানার-আপ পাবে ২১ লক্ষ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার (আগে ছিল ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার)। ভারত ফাইনালে উঠতে পারেনি। তিনে থেকে শেষ করায় ভারত পাবে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। নিউজিল্যান্ড ১২ লক্ষ, ইংল্যান্ড ৯ লক্ষ ৬০ হাজার, শ্রীলঙ্কা ৮ লক্ষ ৪০ হাজার, বাংলাদেশ ৭ লক্ষ ২০ হাজার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ লক্ষ ও পাকিস্তান ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার পাবে। টেস্ট ক্রিকেটকে গুরুত্ব দিতেই প্রাইজ মানি বাড়াল জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসি।

ফিরছে আইপিএল, আরসিবির নেতৃত্বে ফের বিরাট কোহলি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর যেন ঘণ্টার হিসেবে অপেক্ষা। শনিবার ফিরছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের বাকি অংশ। এ বারের টুর্নামেন্ট ২৫ মে অবধি চলার কথা ছিল। বৃষ্টি হলে ২৬ মে রিজার্ভ ডে। তবে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানা, নিরীহ পর্যটকদের হত্যা দেশে শোকের আবহ ছিল। সেটা যে পুরোপুরি মিটেছে তা নয়। ক্ষোভের আগুন এখনও জ্বলছে। কিছুটা হলেও স্বস্তি সেনার সৌজন্যে। এই জঙ্গি হানার দায় নিয়েছিল পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন। এরপরই অপারেশন সিঁদুরে যোগ্য জবাব দেয় ভারত। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা। পরিস্থিতি বেকায়দায় বুঝে পিছু হঠেছে পাকিস্তান। সংঘর্ষবিরতি চলছে। তবে ভারতীয় সেনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার করে দিয়েছেন, সীমান্তে কোনওরকম বেগড়বাই দেখলে বিপদে পড়বে পাকিস্তান।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে একঝাঁক বিমানবন্দরে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। আইপিএলে খেলা বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে বেশ কিছুটা ভয়ের পরিবেশও তৈরি হয়েছিল। ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হচ্ছে। বিভিন্ন দলের বিদেশি প্লেয়াররাও ফিরছেন। নতুন সূচি অনুযায়ী শনিবার বেঙ্গালুরুতে মুখোমুখি হতে চলেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও কলকাতা নাইট রাইডার্স।

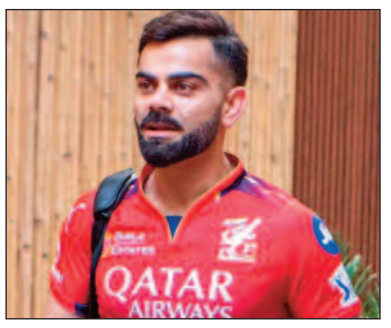

আর একটা জয় মানেই সরকারি ভাবে প্লে-অফে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সমস্যা বেশ কিছু রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম ক্যাপ্টেন রজত পাতিদারের চোট।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটায় ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন রজত। হাতের আঙুলে গুরুতর চোট রয়েছে। মাঝে বিরতি থাকায় অনেকটাই ফিট হয়ে উঠেছেন। তবে ফিল্ডিংয়ে তাঁকে দেখা যাবে কি না, নিশ্চয়তা নেই। অন্তত আগামী দুটো ম্যাচের জন্য এই আশঙ্কা করা হচ্ছে। হতে পারে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ে নামলেন রজত! প্র্যাক্টিসেও তাঁকে ব্যাটিংয়ের সময় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। তার একটা কারণ আইপিএল অবশ্যই, ইংল্যান্ড সফরে ভারত এ দল এবং টেস্ট স্কোয়াডেও জায়গা মিলতে পারে রজতের। ফলে চোট বাড়লে সমস্যাও বাড়বে।

রজত পাতিদার যদি পরবর্তী দুটো ম্যাচে খেলতে না পারেন কিংবা ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের জন্য নামেন? সেক্ষেত্রে বিরাট কোহলিকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যেতেই পারে। যেমনটা গত মরসুমে ফাফ ডুপ্লেসির সময়ও হয়েছিল। চোটের কারণে কয়েক ম্যাচে ডুপ্লেসি শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ে নামছিলেন। বিরাট নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন ময়াঙ্ক, ধাক্কা খেল লখনউ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে ধাক্কা খেল লখনউ সুপার জায়ান্টস। পিঠের চোটের কারণে ছিটকে গেলেন ময়াঙ্ক যাদব। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নিউজিল্যান্ডের উইলিয়াম ও'রোর্ককে ৩ কোটি টাকায় নিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল।

পাঞ্জাব কিংস এবার আর পাবে না লকি ফার্গুসনকে। ২ কোটি টাকা দিয়ে নিউজিল্যান্ডেরই কাইল জেমিসনকে নিল শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দল।

কেকেআর পাচ্ছে না দুই বিদেশিকে, স্বস্তিতে আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে শনিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদিও কেকেআর বাকি ম্যাচগুলিতে রভম্যান পাওয়েল ও মঈন আলিকে পাচ্ছে না। মঈন ও পরিবারের সদস্যদের ভাইরাল সংক্রমণ হয়েছে। পাওয়েলেরও চিকিৎসা চলছে।

রোমারিও শেফার্ড, লিয়াম লিভিংস্টোন, টিম ডেভিড, জ্যাকব বেঠেল, লুঙ্গি এনগিডি ও ফিল সল্ট আরসিবি দলে যোগ দিয়েছেন। বেঠেল ২টি ম্যাচ খেলে দেশে ফিরবেন। শেফার্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কিনা স্পষ্ট নয়। লিভিংস্টোন, সল্ট, ডেভিডরা প্লে-অফে খেলবেন। এনগিডি লিগ পর্ব অবধি থাকছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ৮ বিদেশি নেই প্লে-অফে, বাটলারের বিকল্প মেন্ডিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল ২৫ মে নয়, শেষ হবে ৩ জুন। তাতে বিদেশিদের নিয়ে সমস্যা। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলে থাকা কাগিসো রাবাডা, এইডেন মার্করাম, মার্কো জানসেন, ট্রিস্টান স্টাবস, লুঙ্গি এনগিডি, উইয়ান মুল্ডার, রায়ান রিকেলটন ও করবিন বশ প্লে-অফ খেলতে পারবেন না। জস বাটলার তিনটি লিগ ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ডের ওডিআই দলে যোগ দেবেন। সে কারণে শ্রীলঙ্কার কুশল মেন্ডিসকে প্লে-অফের জন্য নিল গুজরাত টাইটান্স।

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 05/2025-26 / 15th F.C. vide Memo No.: 249/Bh-I P.S., dated 14/05/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

e-Tender Notice
The undersigned is invited-Tender Notice No: CHOW-II/224/25.Tender Notice No: CHOW-II/225/25.Tender Notice No: CHOW-II/226/25. Dated: 13/05/2025. Last date of Bid submission: 22/05/2025 at 6.55 PM. Technical Bid open: 26/05/2025 at 12.30 PM. Details on : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat
Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোরদিঘী সংসদে সোলার সাব- মার্সিবেল পাম্পের স্টাকচারসহ ট্যাঙ্কি, পাইপ-লাইন নির্মানের জন্য 15th FC ফাণ্ড হইতে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং 01/HGP/25-26. যার মোট টেণ্ডার মূল্য 3,50,000/=
আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য- **https//wbtenders.gov.in** এবং অফিসের নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Office Of The NEALLISHPARA GOALJAN GP
Vill+P.O-Tikiapara, Block-Berhampore, Dist - Murshidabad
E-N.I.T.-01/NGGP/2025-26
Dated: 16.05.2025 is hereby invited through online by the the prodhan, Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore, MSD for Civil works up to **26.05.2025.**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Executive Assistant
NEALLISHPARA GOALJAN GP

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.-10/E.O. Kh-II/ 2025-26, Date: 14.05.2025. (Tender ID: 2025_ ZPHD_845979_1),** for Hebo Hana culvert. Last date of bids ends on **30.05.2025 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

NOTICE
e-Tender are invited for execution of different WHS Scheme of vide NIT reference **No 01/PMKSY- WDC2.0/11/NRM/ 25-26** in the district Purulia. For details please visit **matirkatha.net,** Last date of submission of the tender is **22/05/2025 upto 06:55 p.m.**
Sd/-
PIA, Garga & Ijri Watershed,
Purulia Asst. D. Agriculture,
Joypur Block

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখঃ ১৪.০৫.২০২৫। নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার নং. ঃ টিএন-৩০-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ সিনি.ডিইএন/সি/শিয়ালদহের আওতাধীন এলাকায় সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের সাথে খারাপ ব্যাংকের স্থানে সেস মেরামত সহ বর্ষার সতর্কতার একটি ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংক সুরক্ষা। টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১,৩০,৫২,০০৬.৯৫; ইএমডি ঃ ₹ ২,১৫,৩০০/-; কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ১২ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। ১. টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ www.ireps.gov.in -এ রয়েছে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। ২. টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৬.২০২৫-এ দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে। SDAH-57/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি- হাওড়া পৌর নিগম অধীনে ৩ (তিন) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে হবে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৬.০৫.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৩৫(২)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
১৫.৫.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144
E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Construction of Tin Shed for Municipal Tractor, Water Tank Trailer Parking Beside Baruipur Municipality Booster Pumping Station under Baruipur Municipality vide e-NIT - **WBMAD/ULB/BM/NIT-03(e)/2025-26**, last date: 30.05.2025 up to 9 AM. Details information may be obtained during office hours 11 AM – 5 PM. Website: wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

Office of the
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi: Murshidabad
NIT NO-05/EN/SPS/2025-2026, Memo No-310/1(91)EN/SPS, Date-13/05/2025
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **13/05/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **13/05/2025 18:00 hours To 19/05/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **13/05/2025 18:00 hours To-19/05/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **21/05/2025**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/MAY1/KAN/38/2025-26** dated **14/05/2025** bid submission date is **15/05/2025 from 5:00 PM** onwards to Last date **23/05/2025 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanachi Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the work : Desilting of high drains within 5 nos. borough under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-006/25-26
Tender ID : 2025_MAD_846543_1 • Est. Amt. : Rs. 6,34,812.00
2) Name of the work : Desilting of high drains within different boroughs under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-007/25-26
Tender ID : 2025_MAD_846730_1 • Est. Amt. : Rs. 6,76,823.00
Last Date : **24.05.2025 upto 5.00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-51/2024-25
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 20.05.2025 in place of 13.05.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_830102_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-08 of 2025-2026 Dated. 14.05.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Office of the
BHAKURI-II GRAM PANCHAYAT
Vill- Belpukur, P.O.- Balarmpur, P.S. & Block- Berhampore
Dist- Murshidabad, Pin-742165
NOTICE INVITING e-TENDER NO-08 of 2024-2025 /15th FC Tied
1) Download tender documents from- **16/05/2025, at 16.00 hours** 2) Tender documents submission from- **16/05/2025, at 17:00 hours.** 3) Tender documents submission up to **-27/05/2025, at 13:00 hours.** 4) Technical bid opening- **29/05/2025, 13.00 hours.** 5) Financial bid opening-**02/06/2025 at 11.00 hours.** Please visit website: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
Bhakuri-II Gram Panchayat
Berhampore Block, Murshidabad

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

আমেরিকায় বেড়াতে গিয়ে মৃত ভারতীয় বংশোদ্ভূত সহ ৩

ওয়াশিংটন, ১৫ মে: আমেরিকার ওয়াশিংটনে পাহাড়ে ট্রেক করতে গিয়ে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক ছাড়াও প্রাণ গিয়েছে তাঁর দুই বন্ধুরও। মৃতদের নাম বিষ্ণু (৪৮), টিম গুয়েন (৬৩), ওলেকজান্দার মার্টিনেনকো (৩৬)। জানা গিয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক বিষ্ণু সিয়াটেলের বাসিন্দা। তবে বাকিরা কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন তা জানা যায়নি। তাঁদের সঙ্গে অ্যান্টন সেলিক (৩৮) নামে অপর এক যুবকও গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছেন।

আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গত শনিবার চারজনের এই দলটি ওয়াশিংটনের উত্তর ক্যাসকেডসের একটি পাহাড়ে ট্রেকিংয়ের জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝপথে তাঁরা ভয়ংকর তুষারঝড়ের সম্মুখীন হন। বিপদ বুঝে মাঝরাস্তা থেকেই চারজন ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক তখনই তাঁদের হাতে থাকা দড়িটি ফসকে যায়। ২০০ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়েন চার যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিষ্ণু, টিম এবং ওলেকজান্দারের। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান অ্যান্টন। এরপর ৬৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নিরাপদে পৌঁছে তিনি পুলিশকে গোটা ঘটনাটি জানান। পরে উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় তিন জনের দেহ খুঁজে বার করা হয়।

বিষ্ণুর পরিবার জানায়, 'প্রাণবন্ত একটি ছেলে এই ভাবে দুর্ঘটনায় মারা গেল। আমরা মর্মাহত। সে সিয়াটেলের বাসিন্দা। গত শনিবার বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেক করতে গিয়েছিলেন। আর ফিরে এল না।'

তুরস্কে ভূমিকম্প

ইস্তানবুল, ১৫ মে: মাত্র ২২ দিনের মাথায় ফের কেঁপে উঠল তুরস্ক। কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫.২। জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে ভূমিকম্প হয়েছে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল তুরস্কের কুলু থেকে ১১-১৪ কিলোমিটার পূর্বে এবং গভীরতা প্রায় ১০ কিলোমিটার বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি। তবে কম্পনের আতঙ্কে বহু মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। ভূমিকম্পের বার বার বিধ্বস্ত তুরস্ক। এতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কম্পনের এই ঘটনা আবারও তুরস্কবাসীর ভয়াবহ সেই স্মৃতিকে টাটকা করে তুলেছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN, KOLKATA, 16 MAY 2025 PAGE 8

একদিন বায়োস্কোপ

চেনা অচেনায় মীর

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

রেডিওতে গল্প পাঠ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান হোস্ট করার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল তার জীবনের পথচলা। রেডিওতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রধান কণ্ঠ হয়ে তিনি মনোরঞ্জন করে গেছেন আপামর শ্রোতার। এরপর টেলিভিশনে ডিডি বাংলা নামক চ্যানেলের জনপ্রিয় নিউজ ক্ষুখাস খবরেক্ষু খবর পাঠে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি।তিনি হলেন একাধারে অভিনেতা, বাচিক শিল্পী, কৌতুক শিল্পী এবং একাধিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী শ্রদ্ধেয় মীর আফসার আলী। ১৯৭৫ সালে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন মীর আফসার আলী। ছোটবেলায় পারিবারিক নিয়মের কঠোর অনুশাসনে বড় হয়ে উঠেছেন তিনি। বাড়িতে টিভি না থাকায় ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন রেডিও নাটক, গল্প ও আবৃত্তি শুনেই বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আস্তে আস্তে মনের ভেতরে প্রস্ফুটিত হয়েছে নাটক, গল্প ও আবৃত্তি পাঠ করার আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন কমেডি শো দেখতে ভালবাসতেন তিনি এবং সেই থেকেই কৌতুক শিল্প তার মন ছুঁয়েছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন উমেশচন্দ্র কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। শৈশব থেকে জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু, স্বরাজ বসু, গৌরী ঘোষ, পার্থ ঘোষ প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম শ্রুতি নাট্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের বাচিক শিল্পে মুগ্ধ হয়েছিলেন মীর আফসার আলী। সেই সময় থেকেই রেডিওর প্রতি জন্মেছিল মীর বাবুর প্রবল আকর্ষণ। অভিনয় জগতে মীর আফসার আলীর প্রবেশ প্রচণ্ড কাকতালীয়ভাবেই ঘটেছিল। সময়টা ছিল ১৯৯৫ সালের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। মীরবাবু তখন কলেজের প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করছেন। সেই সন্ধ্যায় মীর আফসার আলী লন্ড্রিতে যান কিছু জামা কাপড় আনতে। জামাকাপড়গুলি যে কাগজে মুড়ে তিনি নিয়ে আসছিলেন সেই খবরের কাগজটায় ছিল ছয় দিনের পুরনো একটি বিজ্ঞাপন এবং হঠাৎই মীর বাবুর চোখে পড়ে খবরের কাগজটার দিকে। সেখানে কলকাতার নতুন বেতার চ্যানেলের অডিশন এর বিজ্ঞাপন ছিল। সময় তারিখ এবং ক্ষেত্র চিহ্নিত করে মীরবাবু সেই অডিশনে অংশগ্রহণ করেন এবং সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী সময়ে থেকেই শুরু হয় মীর বাবুর রেডিও জার্নি। মীর বাবুর বক্তব্যের মাধ্যমে উঠে এসেছে যে তার কলেজ জীবন আর পাঁচটা সাধারন মানুষের মতো ছিল না। কলেজ জীবনেও তিনি প্রচণ্ড মজা করেছেন এবং বেশ আনন্দে কেটেছে কলেজ জীবন। একদিকে পড়াশোনা এবং অন্যদিকে রেডিওতে কণ্ঠ প্রদান। সবমিলিয়ে দিব্যি কেটেছে তার কলেজ লাইফ। রেডিওতে যুক্ত হওয়ার পরেই মীরবাবু রেডিওর বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন। অভিনয় করেছেন কৌতুক গল্পে, বিভিন্ন রেডিও নাটকে, আবৃত্তিতে অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠ প্রদানকারী হিসেবে। ক্রমে মীর আফসার আলী পরিচিত হলেন একজন বাচিক শিল্পী হিসেবে। রেডিও জগতে প্রবেশ করার পরেই মীর বাবুর রেডিও থেকেই স্টোরি টেলিং শেখা হয়েছে। রেডিও কেরিয়ার এর চার বছর পর তিনি যোগদান করেন খাস খবরে।

২০০৬ সালে জি বাংলায় শুরু হয় ‘মিরাক্কেল আক্কেল চ্যালেঞ্জার সিজন ১’ এবং সেইখানে তিনি সঞ্চালকের ভূমিকায় ধরা দেন। বলাই বাহুল্য সিজন ওয়ানের পর অন্যান্য সিজনগুলি মিলিয়ে মিরাক্কেল হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের নাম্বার ওয়ান বাংলা কমেডি রিয়ালিটি শো। মীর বাবুর অসাধারণ সঞ্চালনা শৈলী আপামর কৌতুকপ্রিয় বাঙালি দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। শুধু ক্ষুমিরাক্কেলইক্ষু নয়, ‘হাউ মাউ খাউ’ এবং ‘ব্যাটা বেটির ব্যাটেল’ নামক আরো দুটি রিয়ালিটি শো তে যৌথভাবে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

সম্প্রতি ‘গপ্পো মীরের ঠেকে’ মীর আফসার আলীর অসাধারণ পরিচালনায় বিভিন্ন বাচিক শিল্পীরা অসাধারণ এবং অভিনব ভাবে বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের প্রতিটি গল্পের শ্রুতিনাট্য রূপের উপস্থাপনা করছে যা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আপামর গল্প এবং উপন্যাস প্রেমী শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে। ২০০৮ সালে রেডিও মির্চি ৯৮.৩ পরিচালিত ‘সানডে সাসস্পেন্সে’ উপস্থাপিত হওয়া বিভিন্ন বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের গল্পের শ্রুটিনাট্য রূপে তিনি যে চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন তা সমস্ত শ্রোতাদের মোহিত করেছে এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন শ্রোতাদের এক আইকনিক কণ্ঠশিল্পী। ধীরে ধীরে আপামর বাঙালির মনের মনিকোঠায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি।একটি গল্পে তার প্রদান করা বিভিন্ন কণ্ঠ শ্রোতাদেরকে আকর্ষণ করেছে এবং অবাক করেছে। শ্রোতারা তার অভিনয় করা এই ‘সানডে সাসপেন্স’ এর যে সমস্ত চরিত্রগুলিকে সর্বাধিক পছন্দ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তারানাথ তান্ত্রিক, শার্লক হোমস, ব্যোমকেশ বক্সী, বড়দা ও অন্যান্য নানান চরিত্র। শুধু সানডে সাসপেন্সই নয় রেডিও মির্চির ‘সকালম্যান’ হিসেবেও ক্যাপ্টেন মীর ছিলেন সর্বজনবিদিত। তাকে ‘সকালম্যান’ আখ্যা দেয়া হয়েছিল কারণ প্রতিদিন সকালে রেডিও মির্চির প্রথম শো অর্থাৎ মর্নিং শো তিনি তার অসাধারণ দক্ষতায় হোস্ট করতেন। সানডে সাসপেন্স এর প্রসঙ্গে মীর

হলো ‘গপ্পো মীরের ঠেক’। এই কাজের ক্ষেত্রে মীর বাবুকে সহায়তা করেছেন তার স্ত্রী ডক্টর সোমা ভট্টাচার্য এবং সহকর্মী তথা সহকারি গোধূলি শর্মা যিনি বর্তমানে ‘গপ্পো

আফসার আলী ভুয়সী প্রশংসা করেছেন এবং সানডে সাসপেন্স কে তিনি অডিও স্টোরি ওয়ার্ল্ড এর ‘বিগ ড্যাডি’ বলেছেন।

শুধু রেডিও শিল্পী, কৌতুক শিল্পীই নয় এর পাশাপাশি মীর আফসার আলী একজন অতুলনীয় এবং অনন্য চলচ্চিত্র অভিনেতাও। তিনি যে সকল সিনেমায় অভিনয় করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সিনেমা হল, ভূতের ভবিষ্যৎ (২০১২),খাসি কথা (২০১৩), চ্যাপলিন (২০১১),নটবর নট আউট (২০১০),দ্য বং কানেকশন (২০০৬),আশ্চর্য প্রদীপ (২০১৩),কলকাতায় কলম্বাস (২০১৬),ধনঞ্জয় (২০১৭),দেখ কেমন লাগে (২০১৭),অরণ্যদেব (২০১৭),আবার বসন্ত বিলাপ (২০১৮),মাইকেল (২০১৮), আসছে আবার শবর (২০১৮),ক খ গ ঘ (২০১৮),সত্যদার কোচিং (২০১৭),,শেষ অঙ্ক (২০১৬),ব্যোমকেশ পর্ব (২০১৪),যদি বলো হ্যাঁ (২০১৫),বার্ড অফ ডাস্ক (২০১৮),হ্যাপি পিল (২০১৮), কিশোর কুমার জুনিয়র (২০১৮), বিনোদিনী (২০২৫) প্রভৃতি।

২০২২ সালের মে মাসে মীর আফসার আলী তার রেডিও কেরিয়ার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ৬ মাস কাটে তীব্র অনিশ্চয়তায়। এই প্রসঙ্গে মীর আফসার আলী বলেছেন, ‘এই ছয়টা মাস আমার চরম অনিশ্চয়তায় কেটেছে। আমার মা মাঝে মাঝে বলেছে,’ বাপি, রেডিও তো ছেড়ে দিলি এবার কি করে খাবি?’

দীর্ঘ ৬ মাস অতিক্রম করার পর অবশেষে মীর আফসার আলী পরিকল্পনা করেন তার একটি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল খোলার, যে চ্যানেলের উদ্দেশ্য বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প এবং উপন্যাসের শ্রুতিনাট্যরূপ বিবিধ ধরনের শ্রোতাদের উপহার দেওয়া। চ্যানেলটির নামকরণ করা

মীরের ঠেক’ এর কনটেন্ট হেড পদে আসীন। ২০২৩ সালের ২৩ শে জানুয়ারি শুরু হয় এই চ্যানেলটির যাত্রা যে ধারাবাহিকভাবে বর্তমানে জয়যাত্রায় পরিণত হয়েছে। এই চ্যানেলটির আগেও ক্যাপ্টেন মীরের নিজস্ব দুটি চ্যানেল ছিল। যে চ্যানেলটি হল ‘ফুডকা’ এবং ‘ব্যান্ডেজ’। ‘ফুডকা’ ইউটিউব চ্যানেলে প্রযোজক হিসেবে পরিচিত মীর আফসার আলী। এই চ্যানেলে তিনি এবং চ্যানেলের কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী ওরফে ‘ফুডকা’ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের খাবার দাবার এক্সপ্লোর করতেন। ‘ব্যান্ডেজ’ ইউটিউব চ্যানেলটিও বেশ জনপ্রিয়। ‘মিরাক্কেল’ এর প্রতিটা সিজনের নেপথ্য সংগীতের দায়িত্ব পালন করেছে এই ‘ব্যান্ডেজ’ টিম। মীর আফসার আলী রেডিওতে কিংবদন্তি ঘোষক আমিন সায়ানীর উপস্থাপনা কোনদিনও মিস করতেন না। বলাই বাহুল্য আমিন সায়ানীর উপস্থাপনায় ‘বিনাকা গীত মালা’ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন তিনি। মীর বাবুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি যে এত ভূতের গল্প নিয়ে কাজ করেন বাস্তবে তিনি কি ভূতের ভয় পান? এ প্রশ্নের উত্তরে মীরবাবু বলেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথা যেটি হল ‘আমি ভূতের ভয় পাই না কিন্তু ভয় পাই’। তিনি জানিয়েছেন, যখন তিনি একা থাকেন তখন মাঝে মাঝে নিজের গল্প শুনে নিজেই শিউরে ওঠেন তিনি। একটা গা ছমছমে ভাব যেন তাকে ঘিরে ধরে। তার পছন্দের চরিত্র যে চরিত্র করতে গিয়ে তিনি চরিত্রের মধ্যে একেবারে হারিয়ে গিয়েছেন সেই চরিত্রগুলি হল, তারানাথ তান্ত্রিক এবং শার্লক হোমস। শার্লক হোমসের চরিত্রে কণ্ঠ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, ‘আমি হোমসকে মানে হোমসের কথাবার্তা কে আজ পর্যন্ত যতগুলি হোমস টেলিভিশনের পর্দায় কিংবা অডিও স্টোরিতে হয়েছে তার থেকে আলাদা ভাবে দেখাতে চেয়েছি। সর্বপ্রথম বিবিসি শার্লক হোমসের সিনেমা নিয়ে আসে। তারা যেভাবে হোমসকে দেখিয়েছে মানে হোমসের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি আমি তার থেকে বেরিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হোমসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেখানে হোমসের অ্যাপিয়ারেন্স কথাবার্তা, চালচলন সম্পূর্ণ আলাদাদ বর্তমানে ‘গপ্পো মীরের ঠেক’ এর প্রত্যেকটি প্রজেক্ট উপস্থাপিত করার পেছনে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন কাজ করছে।

মীর আফসার আলীর প্রিয় খাবার হল বিরিয়ানি। তিনি এই ব্যাপারে জানিয়েছেন যে, সুখে দুঃখে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে, ভালো, মন্দে, কষ্টে, সাফল্যে বিরিয়ানিই একমাত্র পছন্দের খাবার। এছাড়া তার পছন্দের খাবারের তালিকায় রয়েছে ডাল, আলুসেদ্ধ ভাত এবং গরম গরম ডিম ভাজা।

তার পছন্দের পোশাক হল টি-শার্ট আর জিন্স প্যান্ট। ফর্মাল বেশভূষায় তিনি কোনদিনই স্বাচ্ছন্দ বোধ করেননি। কর্মজীবনের ক্ষেত্রে দশটা পাঁচটা চাকরি মীর বাবুর কোনদিনই পছন্দ নয় ।সম্প্রতি মীর আফসার আলী জানিয়েছেন যে এরপর তিনি যে সমস্ত প্রজেক্ট আনবেন বিশেষত যেগুলি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব সেগুলি হবে সম্পূর্ণ ‘মীরভানা এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের’ নিয়ন্ত্রণাধীন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার কর্মজীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ বাচিক শিল্পী মীর, কৌতুকশিল্পী ও বা কমেডিয়ান মীর, রেডিও মীর , অভিনেতা মীর এদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রথমে কোন চরিত্রকে অগ্রাধিকার দেবেন। এই উত্তরে তিনি জানিয়েছেন যে, রেডিওই হলো তার সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার। জীবনের শেষ পর্যায়তেও তাকে যদি বলা হয়ে যে তিনি সঙ্গে করে একটি জিনিসই জীবন থেকে নিয়ে যেতে পারবেন তবে তিনি রেডিওটাকেই বেছে নেবেন। রেডিওটাকে বুকে আঁকড়েই তিনি জীবন অতিবাহিত করতে চান। তার বক্তব্যে উঠে এসেছে জীবনের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুশাসনই তাকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই অনুশাসনই ব্যক্তিমীর এবং কর্মক্ষেত্রের মীরের এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা অর্থাৎ ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। এই নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুশাসনের শিক্ষা প্রাপ্তি ঘটেছে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে। জীবনের প্রতিটা সাফল্যেই তার কাছে তার বাবা মায়ের ভূমিকা অনবদ্য এবং অনস্বীকার্য। তিনি জানিয়েছেন, ছোটবেলায় রেডিওতে গল্প দাদুর আসর বলে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত চিঠি পাঠাতেন কিন্তু তার একটাও চিঠি পড়া হয়নি সেখানে। এই নিয়ে মীর বাবুর ছিল প্রচন্ড আক্ষেপ। বাবা, মা বলতেন, ‘ওসব অনুষ্ঠানে একসাথে বহু চিঠি জমা পড়ে। সবার চিঠি পড়ে উত্তর দেওয়াটা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। এই প্রসঙ্গে মীর আফসার আলী বলেছেন যে, এখন তিনি বুঝতে পারেন যে তার চ্যানেলের শ্রোতাদের সমস্ত কমেন্টের চ্যানেল দিয়ে তিনি উত্তর দিয়ে উঠতে পারেন না অনেক কমেন্ট একসঙ্গে আসে বলে। এই ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন মীর যাতে বর্তমানে সমস্ত শ্রোতা বন্ধুদের মন্তব্যের উত্তর দিতে পারে তার জন্য ‘গপ্পো মীরের ঠেক’ এর লাইভ সেশনে শ্রোতাদের সমস্ত মন্তব্য আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং তার যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। গল্প নির্বাচনের প্রসঙ্গে মীর আফসার আলী জানিয়েছেন, গল্প নির্বাচন করা হয় সম্পূর্ণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ শ্রোতাদের চাহিদা অনুসারেই করা হয় ‘গপ্পো মীরের ঠেক’ এর বিভিন্ন গল্প এবং উপন্যাসসমূহের পরিবেশন। মীরবাবু অসাধারণ এক উপমা খাড়া করেছেন এই ব্যাপারে যেটা হলো,ধরা যাক যে কোন একটা কলেজের ক্যান্টিনে কোন বিক্রেতা বিক্রি করছে গয়না বড়ির ঝোল বা গোটাসেদ্ধ সেগুলো তাহলে কি বর্তমান দিনের পিৎজা, বার্গার খাওয়া ছেলে মেয়েরা মুখে তুলবে? সেগুলো ছুঁয়েও দেখবে না তারা। তাই সম্পূর্ণ শ্রোতাদের চাহিদা এবং পছন্দ অনুসারেই গল্প পরিবেশনা এবং উপস্থাপনাই এই চ্যানেলের মূল উদ্দেশ্য। তিনি শুধুমাত্র ভালো অভিনেতা এবং কৌতুক শিল্পীই নয়, তার আরেকটি দুর্মূল্য গুন হল মিমিক্রি। নানান প্রবাদপ্রতিম, কিংবদন্তিদের গলার স্বর নকল করেন মীর আফসার আলী। তিনি জানিয়েছেন যাদের গলার স্বর তিনি নকল করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ সেই সমস্ত গুণী ব্যক্তিরা হলেন, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জুনিয়র পিসি সরকার, ঋতুপর্ণ ঘোষ, অশোক কুমার প্রমুখেরা। বাংলা বাচিক শিল্প, শ্রুতিনাট্য , কৌতুক এবং অভিনয় শিল্পের জগতে মীর আফসার আলী একটি অবিস্মরণীয়, উল্লেখযোগ্য নাম যা আজীবন বাংলা তথা ভারতের দর্শক এবং শ্রোতাদের মনের মনিপদ্মে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

> জীবনের শেষ পর্যায়তেও তাকে যদি বলা হয়ে যে তিনি সঙ্গে করে একটি জিনিসই জীবন থেকে নিয়ে যেতে পারবেন তবে তিনি রেডিওটাকেই বেছে নেবেন। রেডিওটাকে বুকে আঁকড়েই তিনি জীবন অতিবাহিত করতে চান। তার বক্তব্যে উঠে এসেছে জীবনের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুশাসনই তাকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই অনুশাসনই ব্যক্তিমীর এবং কর্মক্ষেত্রের মীরের এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা অর্থাৎ ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। এই নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুশাসনের শিক্ষা প্রাপ্তি ঘটেছে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে। জীবনের প্রতিটা সাফল্যেই তার কাছে তার বাবা মায়ের ভূমিকা অনবদ্য এবং অনস্বীকার্য।